



৮ পাতায়

নাড্ডা-শাহর পর জানুয়ারিতেই বাংলায় মোদি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ নতুন বছরের শুরুতেই ফের রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি সূত্র মারফত খবর, জানুয়ারি মাসেই বঙ্গ সফরে আসতে পারেন তিনি। এখনও পর্যন্ত যা খবর, ১৯ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে একটি জনসভা করবেন তিনি। অর্থাৎ, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে উত্তরবঙ্গ থেকেই শুরু হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রীর প্রচার কর্মসূচি। বিজেপির দলীয় সূত্রে খবর, ২০২৩ সালে রাজ্যে ১৪টি জনসভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। জানুয়ারি মাস থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে সেই জনসভা এবং তা শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে। এরপর রাজ্যে আরও অন্যান্য জায়গায় সভা করবেন তিনি। যদিও প্রধানমন্ত্রীর সফরের চূড়ান্ত সূচি এখনও জানা যায়নি। উল্লেখ্য, শুধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসই নন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডারও রাজ্যে আসবেন। চলতি বছরে। একগুচ্ছ সভা করার কথা রয়েছে তাঁদেরও। মূলত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছে বিজেপি। তার আগে রাজ্যের বড় নির্বাচন বলতে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটা '২৪-এর মহারণের আগে সাংগঠনিক শক্তিরক্ষার বড় মঞ্চ বলতে গেলে এই পঞ্চায়েত ভোটিং। তাই লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগোলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনকেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা অন্তত এমনই মনে করছেন। আর সেই কারণেই বাংলায় মোদি-শাহ-নাড্ডাদের একগুচ্ছ কর্মসূচি চলতি বছরে। বিজেপি সূত্রে খবর, আগামী ৭ ও ৮ তারিখ জেপি নাড্ডা সভা করবেন রাজ্যে। অর্থাৎ, লোকসভা নির্বাচনের জন্য বাংলায় এই মাস থেকেই প্রচার শুরু করে দিচ্ছে বিজেপি শিবির। এখনও পর্যন্ত যা ঠিক আছে, প্রথম সভা হবে ৭ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডিপুরে। পাশাপাশি ১৭ তারিখ অমৃত শাহরও সভা হওয়ার কথাও রয়েছে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলি জেলার আরামবাগ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে জনসভা করতে পারেন অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রে খবর, এরপর মার্চ মাসে মতুরাদের সভাতেও আসার সম্ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

বগটুই কাণ্ডে অনুরত যোগ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ বগটুইকাণ্ডে বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুরত মণ্ডলের যোগ রয়েছে। আদালতে চার্জশিট পেশ করে জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই)। তদন্তকারীদের দাবি, বগটুইয়ের ঘটনার রাতে মূল অভিযুক্ত আনারুল হকের সঙ্গে কোনো কথা হয় অনুরতের। সোমবার আদালতে সিবিআই দাবি করে গত বছরের ২১ মার্চ রাত ৮টা ৫০ মিনিট নাগাদ আনারুলের সঙ্গে কোনো কথা হয় অনুরতের। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ঘটনার পরের দিনও ৩৫ জনের কোনো কথা হয়েছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই অন্য এক মামলায় অনুরতের জামিনের মামলার শুনানি রয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে। তার আগে তৃণমূল নেতার জামিনের বিবেচনা করে হলফনামায় বগটুই ঘটনার উল্লেখ করল সিবিআই। গত বছরের ১১ মার্চ বড়পালা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান প্রাণ শেখ খুনের পর একের পর এক বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। জীবন্ত পুড়ে মৃত্যু হয় ১০ জনের। এর পর ওই ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয় সিবিআইকে। তদন্তভার নেওয়ার প্রায় তিন মাসের মধ্যে গত সোমবার ভাদু-খুন মামলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মুখবন্দ খামে চার্জশিট পেশ করে সিবিআই। তাতে আনারুলের নাম উঠে আসে মূল অভিযুক্ত হিসাবে। আনারুলের বিরুদ্ধে ১০৯ ধারার অভিযোগ আনা হয়। যার অর্থ, অপরাধে সাহায্য এবং প্ররোচনা দেওয়া। তবে আনারুলের দাবি, তিনি নিরদোষ। জেল যাওয়ার আগে আনারুল বলেছিলেন, সময় এলে তিনি 'সবার' নাম বলবেন। তাঁকে ফাঁসানা হয়েছে বলেও অভিযোগ করবেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, 'ঘানীস্থল থেকে আমার বাড়ি পাঁচ কিলোমিটার দূরে। এর মধ্যে চক্রান্ত রয়েছে। আমাকে ফাঁসানা হয়েছে। সময় এলে সবার নাম বলব।'

দলের কর্মীদের মমতার বার্তা 'আমি দলের উর্ধ্বে নই'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ডিসেম্বরঃ নজরুল মঞ্চ থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে 'দিদির রক্ষাকবচ' ও 'দিদির দূত' নামক দুটি কর্মসূচির ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর সে প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর পরেও কথ্য বলতে গিয়ে তাপর্যপূর্ণ বার্তা দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নজরুল মঞ্চে মমতা বললেন, "আমিও দলের উর্ধ্বে নই।" বছরের দ্বিতীয় দিনটা যে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা কয়েকদিন আগেই আভাস দিয়েছিলেন মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। প্রতিষ্ঠা দিবসের পরের দিনই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে দুটি নতুন কর্মসূচির ঘোষণা করল তৃণমূল। লক্ষ্য জনসংযোগ বাড়ানো। প্রসঙ্গত, দুর্নীতি ইস্যুতে বিদ্ধ শাসকদল তথা তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব

কথা প্রসঙ্গে মমতার সংযোজন, "আমিও কিন্তু দলের উর্ধ্বে নই। মানুষের কাছে আমার দায়িত্ববোধ প্রতিদিন সকাল থেকে রাত মেনে চলি।" পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর দুটো মাস বাকি। তার আগে শিক্ষা থেকে আবাস, এমনকি জলেও দুর্নীতি-কটায় বিদ্ধ হচ্ছে শাসকদল। এই পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে 'আম আদমি' র কাছে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায় রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ জনপ্রতিনিধিদের। আর সেই বিষয়টি প্রাথমিক ও প্রধান কর্মসূচি হিসাবে নির্ধারিত করে দিয়েছে দল। নেত্রী এদিনও তাঁর বক্তব্যে সেটাই বোঝালেন আরও একবার। কিন্তু 'দিদির রক্ষাকবচ' বিষয়টি কী? রাজ্যের প্রায় ২ কোটি পরিবারের কাছে রাজ্য সরকারের ১৫টি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা

কথা। রাজ্য সরকারের ৬টি ক্ষেত্রে ১৫টি প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকবে 'দিদির রক্ষাকবচ'। প্রথম ক্ষেত্র-সামাজিক সুরক্ষা এই বিভাগের মধ্যে থাকছে লক্ষীর ভান্ডার, কৃষক বন্ধু, সামাজিক সুরক্ষা ঘোষণা, বিধবা তার আগে শিক্ষা থেকে আবাস, এমনকি জলেও দুর্নীতি-কটায় বিদ্ধ হচ্ছে শাসকদল। এই পরিস্থিতিতে দাড়িয়ে 'আম আদমি' র কাছে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায় রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ জনপ্রতিনিধিদের। আর সেই বিষয়টি প্রাথমিক ও প্রধান কর্মসূচি হিসাবে নির্ধারিত করে দিয়েছে দল। নেত্রী এদিনও তাঁর বক্তব্যে সেটাই বোঝালেন আরও একবার। কিন্তু 'দিদির রক্ষাকবচ' বিষয়টি কী? রাজ্যের প্রায় ২ কোটি পরিবারের কাছে রাজ্য সরকারের ১৫টি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা

করবেন। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির বিষয়ে যাতে কোনওরকমের সংশয় সাধারণ মানুষের মনে না থাকে, তার জন্য চেষ্টার কোনও ক্রটি রাখেনি তৃণমূল কংগ্রেস। ৮ তারিখ থেকে জেলার হেড কোয়ার্টারে পাওয়া যাবে কিট ব্যাগ। এই কিট ব্যাগে থাকবে নির্দেশিকা। কীভাবে কর্মসূচি পালন করবে তা লেখা থাকবে। সঙ্গে একটা চিঠি থাকবে। দিদির দেওয়া সেই চিঠি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য দলীয় কর্মীদের ক্ষেত্রেও এবিষয়ে কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছেন। নজরুল মঞ্চের মেগা বৈঠক থেকে অভিষেক বলেন, "যারা দিদির দূত হয়ে যাচ্ছেন তারা দিদির দূতের মতো আচরণ করবেন। কারণ আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে যাচ্ছেন। মানুষের প্রতি সংবেদনশীল হবেন।



একাধিকবার একাধিক মঞ্চ থেকে 'ইমেজ' রক্ষার বার্তা দিচ্ছেন দলীয় কর্মীরা। এদিনও তার ব্যতিক্রম হল না। খোদ নেত্রী বললেন, "আমি মনে করি যারা ভাল কাজ করবেন, তাঁরা প্রশংসিত হবেন। তাঁদের আরও প্রাণোন্নিতি দিয়ে কাজ করানো হবে।" আর এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। মমতা বলেন, 'যদি একটা পোকা ধানে কোথায় জন্মায়, সেটা যদি সমূলে বিনাশ না করেন, তাহলে কিন্তু ওই ধানের পোকা থেকেই সারা ধানে পোকা লাগবে। পোকাটা আগেই নিশূল করতে হবে। আর যদি পোকা জন্মায় তাকে অ্যালার্ট করতে হবে, টাইম দিতে হবে, তুমি আইদার নিজেকে সংশোধন করে, না আমাদের ভাবতে হবে।'

নিশ্চিত করা হবে। আর দিদির সাড়ে তিন লক্ষ 'দূত' পৌঁছে সেই সুবিধা মানুষ পাচ্ছেন কিনা নিশ্চিত করবেন। 'দিদির রক্ষাকবচ' নিয়ে রাজ্যের ১০ কোটি মানুষের কাছে, ২ কোটি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাড়ে তিন লক্ষ কর্মী পৌঁছেছেন। তাঁরা মূলত 'দিদির রক্ষাকবচ' সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষকে অবগত করবেন। দিদির দূত নামক একটি অ্যাপ মোবাইলের প্লে স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে। সেটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানানো। উল্লেখ্য, এই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনটিতে, রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকবে, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন কোন কোন পরিষেবা তাঁদের পাওয়া

সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই কর্মসূচি। এই কর্মসূচির তৃণমূল কংগ্রেসের সাড়ে তিন লক্ষ কর্মী বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের কথা শুনবেন। রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি নিয়ে তাঁদের কোথায় কী অসুবিধা রয়েছে, পরিষেবা আদৌ পাচ্ছেন কিনা, তা সমাকভাবে জানবেন। দিদির সুরক্ষা কবচের আরও একটি বিষয় হল, রাজ্য নেতৃবর্গ প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও নগরপঞ্চায়েত একটা করে রাত থাকবেন। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও একটি লক্ষ্যে আসার পাশাপাশি 'দিদির দূত'দেরও কাজের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেবেন। 'দিদির দূত'রা বাড়ি বাড়ি ঘুরে দিদির সুরক্ষাকবচ দেওয়ার ক্যাডেভার ও ডোর স্টিকারও বিতরণ

আরও বিনশ্র, বিনয়ী হতে হবে। ঐযের যেন বিদ্যুতি না ঘটে। প্রতি পরিবারে আশু ঘটনা সময় দিতে হবে। আরও সর্বোচ্চ বার্তা দিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "হয়তো কোনও ব্যক্তি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা পূরণই করতে পারছেন না। আমাদের কবীরা তাঁদের সাহায্য করবেন। এর জন্য কোনও পয়সাকিট লাগবে না। বিএসকে কেন্দ্র আমরা চালু করছি। প্রত্যেকটা ব্লকে বিএসকে কেন্দ্রে মানুষের যে কোনও অসুবিধা রেকর্ড করার দায়িত্ব পড়বে। এটা কিন্তু পর্যাট দিয়ে নয়।" অর্থাৎ সরকারি সুবিধা পেতে যে আম জনতা কোনও পর্যাট দিতে লাগবে না, তাই এদিন আরও একবার স্পষ্ট করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নম্বর বিতর্কে ভুল স্বীকার, এবার আদালতের দ্বারস্থ হলেন খোদ ববিতা



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ নম্বর বিতর্কে এবার আদালতের দ্বারস্থ ববিতা। কমিশন ভুল করে নম্বর বাড়িয়েছে। নম্বর বিতর্কে অভিযোগ স্বীকার করে এবার আদালতের দ্বারস্থ ববিতা। তাঁর বক্তব্য মামলা চলাকালীন অ্যাকাডেমিক স্কোর ৩৩ জানায় এসএসসি। অর্থ ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায়, তাঁর ২ নম্বর কম রয়েছে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। বুধবার এই মামলার শুনানি রয়েছে। ববিতার বক্তব্য, মামলা চলাকালীন অ্যাকাডেমিক স্কোর ৩৩ জানায় এসএসসি। কিন্তু যখন ওএমআর ফিটের বিতর্কের মাঝে ফলপ্রকাশ করা হয়, তখন দেখা যায়, তিনি ৩১ পেয়েছেন। এদিকে, এই ২ নম্বর কম থাকায় অন্যান্য চাকরিপ্রার্থীরা দাবি করতে থাকেন, তিনিও সঠিকভাবে চাকরি পাননি। এই ধরনের একটি অভিজ্ঞতা ওঠায়, তিনি নিজেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এসএসসি যে তথ্য দিয়ে এই নম্বর জানিয়েছিল, সেমেক্ষে তাঁর কী করার হয়েছে? ববিতার হয়ে মামলাটি দেখছেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, এসএসসি-এর এই ভুল আবার আরেকটা বিতর্কের সূত্রপাত করে দিয়েছে। বুধবার এই মামলার শুনানি। এসএসসি-কে জানাতে হবে, আসলে এই ভুল তথ্য কীভাবে তারা দিয়েছিল? প্রথমে চাকরি নিয়ে বধনার অভিযোগে সরব হয়েছিলেন ববিতা সরকার। আর তাঁর নিশানায় ছিলেন খোদ রাজ্যের মন্ত্রীর মেয়ে। আদালতের নির্দেশে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি পর্যন্ত যায়। চাকরি এবং অঙ্কিতার পাওয়া মেরিট লিস্টে ববিতার প্রাপ্ত নম্বর ৭৭। লিখিত পরীক্ষায় ববিতার প্রাপ্ত নম্বর ৩৬। অ্যাকাডেমিক স্কোর ৩৩, মোটিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ৮। অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে ২ নম্বর বেশি পেয়েছেন বলে নিজেই দাবি করেন ববিতা। মেধাতালিকায় ববিতার পরেই রয়েছেন শিলিগুড়ির অনামিকা। কমিশন ঠিক ভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখলে, চাকরি পাওয়ার কথা তারই। প্রকাশ্যে এসে সেই দাবি তুলেছেন অনামিকা। ফলে বিতর্ক তালকুইছে।

আগামী তিন মাসের মধ্যে তৈরি হবে ১১ লক্ষ বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় আগামী তিন মাসের মধ্যে রাজ্যে ১১ লক্ষের বেশি পাকা বাড়ি তৈরি করা হবে। ৩১ মার্চের মধ্যে ওই প্রকল্পে ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার বাড়ি বানানোর কাজ সেরে ফেলতে হবে বলে ম্যুন্সিপালি হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী আজ সমস্ত জেলার জেলা শাসককে নির্দেশ দিয়েছেন। কিভাবে ওই লক্ষ মাত্রা পূরণ করা যাবে তার পথ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। সেখানে বলা হয়েছে বাড়ি তৈরির অনুমোদন মেলার চল্লিশ দিনের মধ্যে জালনা পর্যন্ত গাথনির কাজ শেষ করতে হবে। তার আরও ৩৫ দিনের মধ্যে লিস্টেল পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। এর ১৫ দিন পর বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করার পর সরকারি সমীক্ষক দল ওই বাড়ি পরিদর্শন করতে যাবেন বলে জানানো হয়েছে।

পুরো পরীক্ষা শেষ হলে তবেই বাড়ি নিয়ে যাওয়া নিয়ে যাবে যাবে মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র, জানাল পর্ষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল মাধ্যমিক পর্ষদ। সাম্প্রতিক সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ডিএলএড-এর প্রশ্নপত্র পরীক্ষা শুরুর আগেই সোশাল সাইটে ভাইরাল হওয়ার অভিযোগ, বিভিন্ন সময় মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র সোশ্যাল জেলায় পর্যালোচনা বৈঠক জারি করেছেন মাধ্যমিক পর্ষদের অধিবেশন। এইসব কে মাথায় রেখে প্রশ্নপত্র নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল পর্ষদ। অন্যদিকে এ দিন মাধ্যমিক পর্ষদের তরফে এবারের টেস্ট পেপারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল। বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের এই টেস্ট পেপার দেওয়া হয় রাজ্যের তরফে। প্রসঙ্গত কোনও পরীক্ষার্থী পরীক্ষা নির্দিষ্ট সময় সীমার শেষ হওয়ার আগে পরীক্ষা শেষ করে দিলেও প্রশ্নপত্র নিয়ে সেই পরীক্ষার্থী বাড়ি যেতে পারবেন না। তাকে অপেক্ষা করতে হবে পুরো পরীক্ষা

শেষ হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ পুরো পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে যদি কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা আগে শেষ হয়ে যায় এবং সে যদি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যেতে চায় তাহলে তাঁকে বেরোনোর অনুমতি দেওয়া হবে। বেরোনোর অনুমতি দেওয়া হলেও প্রশ্নপত্র পরে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া হলেও প্রশ্নপত্র পরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে। সাম্প্রতিক সময় প্রশ্নপত্র নিয়ে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার জেনেই পর্ষদের তরফে এবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে বলতে

গিয়ে মাধ্যমিক পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন অনেক সময়ই দেখা যায় প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে সোশাল সাইটে দিয়ে বিস্মৃতি ছড়ানো হয়। আমরা এই অপপ্রচারকে আটকাতে চাইছি। তার জন্যই আমাদের তরফে এই সিদ্ধান্ত। সাম্প্রতিক মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে বিভিন্ন জেলায় জেলায় পর্যালোচনা বৈঠক শুরু করেছেন মাধ্যমিক পর্ষদের আধিকারিকরা। প্রস্তুতি বৈঠকে কার্যত এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হচ্ছে বলেই পর্ষদ সূত্রে খবর। এবারের পরীক্ষায় মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র নিরাপত্তা নিয়ে কোন আপোষ করতে রাজি নয় পর্ষদ। বিশেষত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিরাপত্তার জন্য স্কুল গুলিকেও সিসিটিভি লাগানোর পরামর্শ দিতে চলেছে পর্ষদ। তাই এবার বাড়তি নিরাপত্তা হিসাবেই পরীক্ষার্থীদের জন্য এই নিয়মবিধি সিদ্ধান্ত নিল মাধ্যমিক পর্ষদ।

১০২ শূন্যপদ এসএসসি নবম-দশমে! নিয়োগ হয়নি কেন? ক্ষুব্ধ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারিঃ নবম-দশমে এসএসসি'র যোগ্যিত বালি হওয়া ১০২ শূন্যপদে নিয়োগ না হওয়ায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ১০২ শূন্যপদে কাউন্সিলিং কেন হয়নি এসএসসি'র হলফনামা তলব বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। শেষ ১ বছরে ২০০০০ শিক্ষকের বদলি হয়েছে উৎসবী পোর্টালের মাধ্যমে। অনেক স্কুলে বর্তমানে শূন্যপদ রয়েছে কিনা তা শিক্ষা দফতর থেকে জানতে হচ্ছে এসএসসিকে। তাই ২৪ ডিসেম্বরের মধ্যে হাইকোর্টের নির্দেশ মতো ১০২ শূন্যপদে কাউন্সিলিং করা যামনি। ৬৫ জনের বেশি ওয়েট লিস্টেড পরীক্ষার্থী না থাকায় আর ডাকা হয়নি বলেই এদিন জানান স্কুল সার্ভিস কমিশনের আইনজীবী। এই বিষয়ে মঙ্গলবারের মধ্যে হলফনামা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় কমিশনকে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি মঙ্গলবারই। আইনজীবী জানান, এসএসসি ৬৫-এ বেশি ওয়েট লিস্টেড পরীক্ষার্থী না থাকায় কাউন্সিলিং-এর জন্য ডাকা হয়নি।

শুরু হয়ে গেল করোনার কড়াকড়ি, এই পাঁচ দেশ থেকে এলে করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারিঃ করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্টের জেরে নাজেহাল অবস্থা চিনে। এর মধ্যে নতুন প্রজাতির সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের নয়া নির্দেশিকা। চীন, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, থাইল্যান্ড, জাপান, এই সমস্ত দেশ থেকে আসা আন্তর্জাতিক বিমান যাত্রীদের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে করোনা আরটিপিসিআর মেগেটিভ রিপোর্ট পোর্টালে আপলোড বাধ্যতামূলক। দেশের প্রত্যেকটি বিমানবন্দরে, এই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি যদি কেউ একটি দেশ থেকে অন্য দেশে আসার সময় মাঝে কোথাও বিরতি নেন, তবে তার ক্ষেত্রে পুনরায় টেস্ট করতে হবে। এছাড়াও চলবে র‍্যাপিড টেস্ট। কেন্দ্রীয়

স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিবের দফতর থেকে এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে, অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের সচিব রাজীব বনসালকে। বছরের প্রথম দিন থেকে সকাল ১০টা থেকে এই নিয়ম কার্যকর হয়েছে। করোনার এই নয়া ভ্যারিয়েন্টের হাত থেকে রেহাই পেতে কেন্দ্র থেকে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা। তবে এরমধ্যেও বৃদ্ধগায়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে বেশ কিছু করোনা আক্রান্ত বিদেশি

দুরন্তবিধির তোয়াক্কা প্রাপ্তে বহু মানুষেরই মুখ মেহেজে উৎসব। এই দৃশ্যই উত্তর ভাড়ায়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। তাদের আশঙ্কা, এই বৈপ্লবীক ডিউ দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা উর্ধ্বমুখী

ভারতে প্রবেশ করেছেন বলে খবর। ফলে নতুন ওই ভ্যারিয়েন্ট যাতনে দেশে প্রবেশ করতে না পারে তাই বিভিন্ন ব্যবস্থা নিচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তবে বছর শেষের রাতে আনন্দে মজতে রাত্তায় দেখা গিয়েছিল মানুষের ঢল। না করে দেশের বিভিন্ন ওই ভ্যারিয়েন্টের হাত থেকে রেহাই পেতে কেন্দ্র থেকে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা। তবে এরমধ্যেও বৃদ্ধগায়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে বেশ কিছু করোনা আক্রান্তের সংখ্যা উর্ধ্বমুখী

করতে পারে। আর স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ভিড়ের ফলে আগামী সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে করোনা রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বাড়তে পারে। প্রসঙ্গত, দেশে গত ১০ দিনে কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও, সার্বিক ভাবে দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা সংক্রমিত ২৬৫ জন নতুন রোগীর সন্ধান মিলেছে। সরকারের বক্তব্য, দেশ জুড়ে পরীক্ষা বাড়িয়েছে সব রাজ্যই। বেশি পরীক্ষা হওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চিট্রাও অনেকটা সমান। তবে বর্ডনিং করোনা বর্ধরংগের রাতের ছবি কিছুটা হলেও ভয় ধরাচ্ছে।



গবাই, বিচারপতি এ. এস. বোপালা, বিচারপতি রামা সুব্রহ্মণ্যম এবং বিচারপতি বি.বি. নাগরত্না। এঁদের মধ্যে বিচারপতি নাগরত্না নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। অন্যান্য বিচারপতিদের মতে, মূলত যে তিনটি কারণে নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেগুলির উদ্দেশ্য সঠিক এবং এগুলির মধ্যে একটি যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক ছিল। এছাড়া নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত মোদি সরকার হতা করে নয়নি। এর কার্যকারিতা নিয়ে একটি সেন্ট্রাল বোর্ড গঠন করা হয়। সেই বোর্ডের সদস্যরা দেশের অর্থনীতির সবদিক খতিয়ে দেখেই নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেন। বিষয়টি নিয়ে বিগত ছয় মাস ধরে আবিবআই-এর বিশেষ কমিটির সঙ্গে কেন্দ্রের আলোচনাও হয়। তার প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের ৭ নভেম্বর নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে সরকার। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, নোট বাতিল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ কেন্দ্রের তরফে এ ব্যাপারে প্রস্তুতি এসেছে। নোটবন্দির সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলত ৬টি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে রায়ে জানিয়েছেন বিচারপতি বি.আর. গবাই। তিনি বলেন, "নোটবন্দির সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে মোট ৯টি ইস্যু উঠেছিল। তার মধ্যে আমার পুরো বিষয়টি ৬টি ইস্যুতে নিয়ে আসি এবং সেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই বিষয়ের মধ্যে আদৌ আবিবআই-এর ২৬ (২) ধারাটি কার্যকর হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। 'গ্রাউন্ড অফ প্রোপোরশনালিটি'-র ভিত্তিতে ২০১৬-র ৮ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করা যায় কিনা তাও বিচার করা হয়। বিচারপতি আরও বলেন, "বর্তমান বাস্তবসম্মত আলোচনার প্রেক্ষিতেই সবকিছু নিচার্খ হয়। তাই অমৌক্তিক বিষয়গুলি এড়িয়ে চলতে হবে। আলোচনার সময় আইনের উদ্দেশ্য বিবেচনা করা অবশ্যই উচিত। এদিন নোটবন্দি নিয়ে ৪:১ মতামতের ভিত্তিতে আদালতের রায়টি বিচারপতি গবাই পড়ে শোনান।" প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে নরেন্দ্র মোদির সরকার। কালো টাকা ঠেকাতেই নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় কেন্দ্র। যদিও হতা করে সরকারের নোটবন্দির ঘোষণায় বিপাকে পড়েন সাধারণ মানুষ। নোট বদল করতে গিয়ে ব্যালু লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে বহু মানুষের মৃত্যুও হয়। এরপর নোটবন্দির সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে সূত্রিম কোর্টে ৫৮টি পিটিশন জমা পড়ে। আবেদনকারীদের দাবি ছিল, সরকারের এই সিদ্ধান্ত পরিকল্পিত নয় এবং অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করা উচিত। যদিও এখন আর সিদ্ধান্ত বদল করা সম্ভব নয় বলে দাবি জানান সরকার। দীর্ঘ শুনানির পর এদিন এ বিষয়ে ঐতিহাসিক রায় দিল শীর্ষ আদালত।

‘সৃজন’-এর গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হল

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : রতনপুরের সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ‘সৃজন’ এ ইংরেজি নববর্ষে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হল। প্রতিষ্ঠানটি বীরভূম জেলার কোপাই স্টেশনের কাছে রতনপুর গ্রামে গড়ে উঠেছে। এটি শান্তিনিকেতন থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে, কোপাই স্টেশনের কাছেই একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন গ্রাম রতনপুর।এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য দুজন মিলে এখানে গড়ে তুলেছে গ্রামীণ গ্রন্থাগার। মূল লক্ষ্য গ্রামের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও মানুষদের জন্য বিনামূল্যে পড়ার জন্যে বই দেওয়া। পয়লা জানুয়ারি এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্ক্‌হিভের আর্কিভিস্ট উত্তর মধুরীমা সেনা। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং সেন্ট পলস্‌ স্কুলের শিক্ষক মানানীয় সৌমভ ভট্টাচার্য্য। অংশুপাশের গ্রামের কিছু মানুষজন ও সৃজনের ছাত্র-ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বেকারত্ব বাড়ার জন্য কেন্দ্র দায়ী:কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি :দেশে মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দাবী বলে অভিযোগ করল কংগ্রেস। কর্মসংস্থান নিয়ে কেন্দ্র যে প্রতিক্রিতি দিয়েছিল তাও পূরণ করতে পারেনি।কংগ্রেসে সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সোমবার টুইট করে লিখেছেন, দেশে বেকারত্বের হার ৮.৩ শতাংশে পৌঁছেছে। শহরাঞ্চলেও বেকারত্বের হার ১০.০৯ শতাংশ। খাড়গে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যত্নবশত স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছে। প্রতি বছর দুই কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কিন্তু এখন এই বিষয়ে উত্তর দেওয়ার কেউ নেই।উল্লেখ্য, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি ইস্যুতে পথ থেকে সংসদ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে আঁক ঘল করছে কংগ্রেস। ভারত জােলদার সময় কংগ্রেসে সাংসদ রাহুল গান্ধীও এই বিষয়গু লি নিয়ে ত্রু মাগত কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রশ্ন তোলেন।

ফের তৃণমূলকে তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : তৃত রামনাম শুন্মলে ভয় পায়। তৃণমূল কি ভূত হয়ে গিয়েছে? সোমবার বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই মন্তব্য করেন। রবিবারই বাংলার জনসাধারণকে নতুন বছরের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছিলেন দিলীপবাবু। সোমবার ইকোপার্কের মনিং ওয়াক শেষে হালকা মেজাজ ধরা দেন খড়গপুরের সাংসদ। প্রা্তঃভ্রমণের পর সাংবাদিকদের আরও একবার নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি একাধিক বিষয়ে মুখ খোলেন। তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেন এই বিজেপি নেতা।।বন্দেভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনের হাওড়া স্টেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দেপাধ্যাকে দেখে ‘জয় শ্রী রাম’ স্লোগান দিয়েছিল একদল বিজেপি সমর্থক। সেই নিয়ে রবিবার অভিযেক বন্দেপাধ্যায় বলেন ‘মমতার মধ্যে বিজেপি ভগবানকে দেখতে পায়’। জবাবে এদিন দিলীপবাবু বলেন, কে কার মধ্যে ঈশ্বর দেখেন আমি জানিনা। রাম নাম করে মানুষ মুক্তি পায়। আমরা শুরু থেকেই রাম দেখি। তৃণমূল বা কংগ্রেস বিপদে পড়লে রাম দেখে। শেষের দিকে ওনারা রাম নাম নিচ্ছেন, এটা মোটেও ভালো কথা নয়।’’

জি-২০- এর সভাপতিত্ব পাওয়া একটি ‘ঐতিহাসিক অর্জন’:জয়শঙ্কর

ভিয়েনা, ২ জানুয়ারি : ভারত জি-২০- এর সভাপতিত্ব পাওয়া একটি ‘ঐতিহাসিক অর্জন’ বলে মনে করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, ভারত এমন সময়ে জি-২০ বৈঠকের অযোজন করেছে যখন বিশ্বব্যাপী সরবরাহে তীব্র চাপের মধ্যে রয়েছে এবং বিশ্বে রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ছে। পরবর্তী জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন ১ এবং ১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।অস্টিয়া, রাজধানী ভিয়েনাতে ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ভারত তার সভাপতিত্বের সময় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বার্থকে গুরুত্ব দেবে। প্রসঙ্গত, ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ১ ডিসেম্বর জি-২০-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে।ভারত ২৭ বছরে ভারতের বিশেষমন্ত্রীর এটাই প্রথম অস্টিয়া সফর। দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই সফর হচ্ছে। জয়শঙ্কর ভারতই দেশ সফরের দ্বিতীয় ধাপে সাইপ্রাস থেকে এখানে এসেছেন।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি,২ জানুয়ারি:কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে ঐ নির্দিষ্ট অর্থ বছরটিতে মন্ত্রকের মোট বাজেট বরাদ্দ ১,২৪,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের দিক থেকে দেখতে গেলে জানুয়ারি মাসের গোড়ায় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যেখানে ৬০৮.৬৫ মিলিয়ন টনে, ২০২২-এর ডিসেম্বর মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁিয়েছে ৬১৫.৭২ মিলিয়ন টনে। এই অঙ্কটি এযাবকালের মধ্যে সর্বোচ্চ খাদ্যদ্রব্য উত্পাদনের মাত্রাকে চিহ্নিত করেছে। অন্য এক শীর্ষাঙ্কায় দেখা গেছে যে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বাগিচা ফসল উপাদনের মোট পরিমাণ যেখানে ছিল ৬৩১.০৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৪২.৬৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনে। দেশের বাগিচা ফসল উপাদন ক্ষেত্রেও এটি একটি সর্বোচ্চ মাত্রা বলে জানা গেছে।খরিফ, রবি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক দ্রব্য উপাদনের মরশুমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের প্রতীতি অর্থাৎ বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে উপাদন ব্যয়ের নিরিখে বিচার করলে উপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ। এবার আসা যাক ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে। ২০২২-এর গোড়ায় অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে, কুইন্টাল প্রতি ধানের ওপর ধার্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল ২,০১৫ টাকা যা ডিসেম্বর ২০২২-এ বৃদ্ধি পেয়েছে কুইন্টাল প্রতি ২,১২৫ কোটি টাকায়। ভোজ্যতেলের (পাম অয়েল) জাতীয় মিশনের আওতায় মোট বাজেট বরাদ্দ নির্দিষ্ট হয়েছে ১১,০৪০ কোটি টাকা। এর ফলে পাম তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৬.৫ লক্ষ হেক্টর জমিকে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এর মধ্যে ৬.২৮ লক্ষ হেক্টর জমি অবস্থিত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। আগামী পাঁচ বছরে এই অতিরিক্ত জমিগুলিতে পাম চাষ সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।২০২০-২১ সালের শস্য মরশুমে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মাধ্যমে মোট ৬,৮৩০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সাহায্যে ডাল ও তৈলবীজ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১২,১১,৬১৯.৬৯ মেট্রিক টন। এর ফলে ২০২১-২২ সালে উপ্কৃত হন দেশের ৭,০৬,৫৫২ জন কৃষক। আবার, ২০২১-২২-এর খরিফ শস্য উৎপাদনের মরশুমে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ডাল ও তৈলবীজ সংগ্রহের মাত্রা ছিল ২,২৪,২৮২.০১ মেট্রিক টন। এজন্য মোট ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাবদ সরকারের ব্যয় হয় ১,৬৮০.১৭ কোটি টাকা। ‘কিষণ কর্মসূচি’র (পিএম কিষণ) আওতায় ২০২২-এর জানুয়ারি মাসে ১১ কোটি ৭৪ লক্ষ কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট গুলিতে মোট ১.৮২ লক্ষ কোটি টাকা পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে, চলতি মাসে অর্থাৎ, ডিসেম্বর, ২০২২-এ এ পর্যন্ত ২ লক্ষ কোটি টাকা স্থানান্তরিত হয়েছে ১১ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট গুলিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘কিষণ কর্মসূচি’ টি চালু হয় ২০১৯

সালো।অন্যদিকে, ‘ফসল বিমা যোজনা’র সূচনা হয় ২০১৬-তে। সূচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত ২৯ কোটি ৬৯ লক্ষ কৃষকের নাম নথিভুক্ত হয়। তাঁদের মধ্যে ৯ কোটি ১ লক্ষ কৃষককে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে মোট ১,০৪,১১৬ কোটি টাকা।।এই প্রসঙ্গে যা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে তা হল, জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কৃষকরা তাঁদের দেয় প্রিমিয়াম বাবদ জমা করেন প্রায় ২১,৫৩২ কোটি টাকা।। এর বিনিময়েই তাঁদের দাবিদাওয়ার নিশ্চপত্তি করতে সরকারের ব্যয় হয় ১,০৪,১১৬ কোটি টাকা।কৃষিক্ষেত্রে ২০২২-এর জানুয়ারি মাসে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সহায়তার পরিমাণ ছিল ১৬.৫ লক্ষ কোটি টাকা, যা কিনা ২০২২-এর ডিসেম্বর মাসে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁায় ১৮.৫ লক্ষ কোটি টাকায়। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অপেক্ষানবৃত্ত সহজ শর্তে কৃষকদের অনুকূলে ঋণ সহায়তা মঞ্জুর করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়। ‘কিষণ কর্মসূচি’র আওতায় নথিভুক্ত সমস্ত কৃষককেই এর আওতায় নিয়ে আসা হয়। তাঁদের দেওয়া হয় কিষণ ক্রেডিট কার্ডও। কিষণ ক্রেডিট কার্ডের জন্য ২০২২-এর জানুয়ারি মাস থেকে ২৯১.৬৭ লক্ষ নতুন আবেদন মঞ্জুর করা হয়।মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কিত কার্ড বন্টন কর্মসূচি চালু করা হয় ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে। প্রথম পর্যায়ে (২০১৫-১৭) মোট ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ কার্ড বন্টন করা হয় কৃষকদের মধ্যে। আবার, দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০১৭-১৯) মোট কার্ড বন্টনের সংখ্যা ছিল ১১ কোটি ৯৭ লক্ষ। অন্যদিকে, ‘গ্রামীণ কর্মসূচি’র আওতায় (২০১৯-২০) মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কিত কার্ড বন্টিত হয় ২৯ লক্ষ ৬৪ হাজার। জমির স্বাস্থ্য ভালো ও অক্ষুণ্ন রাখতে জৈব সার ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এই কর্মসূচিতে। সার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আদেশে ন্য্যানে-ইউরিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।দেশে জৈব কৃষি পদ্ধতির প্রসার ও উন্নয়নে পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার সূচনা হয় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে। ২০২২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত এই লক্ষ্যে ৬০,১৩৪টি ক্লাস্টার বা গুচ্ছ গঠন করা হয় এবং ৬ লক্ষ ১৯ হাজার হেক্টর জমিকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। সরকারের এই ইতিবাচক পদক্ষেপে উপকৃত হন দেশের ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার কৃষিকীর্ষী মানুষ। ২০২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্লাস্টারগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৩,৬৮৪টিতে। কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে মোট ৬.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিকে। উপকৃত কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁায় ১৬ লক্ষ ১৯ হাজারে। গড়ে কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে ১,২৬,৬২০ হেক্টর জমিকে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষিকর্ম অব্যাহত রাখতে ৪ লক্ষ ১ হাজার হেক্টর জমিকে ব্যবহার করা হয়। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যগুলি গঙ্গা নদীর দু’প্রান্তেই জৈব চাষ সম্ভব করে তুলতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে, গঙ্গার দূষণ রোধ এবং কৃষকদের অতিরিক্ত আয় ও

উপার্জনের পথ প্রশস্ত করতে রাজ্য সরকারগুলি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে।‘ প্রাকৃতিক কৃষিপদ্ধতি কর্মসূচি’র মাধ্যমে প্রাকৃতিক কৃষি ব্যবস্থাকে নিরন্তর করে তোলার লক্ষ্যে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর আওতায় একদিকে যেমন কৃষি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে, অন্যদিকে তেমনই বৃদ্ধি পাবে কৃষকের আয় ও উপার্জন। শুধু তাই নয়, সম্পদ সংরক্ষণ, মাটির স্খাঙ্খ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং খাদ্যোপাদনের প্রসারও এর আওতায় আনা সম্ভব হবে বলে সরকার মনে করে।জৈব কৃষি পদ্ধতিতে মূল্য শৃঙ্খলের প্রসার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচিটি চালু হয় দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য। এর আওতায় ২০২২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত কৃষক তথা উপাদকদের ১৭০টি সংস্থা গঠন করা হয়। এর নথিভুক্ত সদস্য সংখ্যা হল ১,৫৩,১১৬ জন কৃষক। ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত এজন্য ১,৫৫,৪৯৫ হেক্টর জমিকে এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং কৃষক তথা উপাদকদের ৬৭৯টি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। এর সদস্য সংখ্যা হল ১,৮৯,০৩৯ জন কৃষক। মোট ১,৭২,৯৬৬ হেক্টর জমিকে এর আওতায় নিয়ে আসা হয়। জৈব পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে ২০১৫ সালে চালু করা হয় একটি নতুন ‘গারান্টি সিস্টেম’ (পিজিএস) সম্পর্কিত শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা। এই ধরনের শংসাপত্র দেওয়ার কর্মসূচির তুলনা বিশ্বে নেলা যায়। অন্যদিকে, বৃহত্তর অঞ্চলে এ সম্পর্কিত শংসাপত্র বন্টন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধীপপুঞ্জ এবং প্রত্যন্ত ও পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে দ্রুত শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারিভাবে চালু হয়েছে। এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন ক্ষুদ্র কৃষক ও কৃষিজিনীরা। আদ্যমান ও নিকোবর ধীপপুঞ্জের কার নিকোবরে ১৪,৪৪৫ হেক্টরের মতো জমিকে এই শংসাপত্র বন্টনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এর ফলে উপকৃত হচ্ছেন এক বৃহ সংখ্যক প্রান্তিক কৃষক। সাম্প্রতিককালে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে সিকিমের ৬০ হাজার হেক্টর জমিকেও। জৈব পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনের জন্য শংসাপত্রাদান কর্মসূচির রূপায়ণে রাজ্যটিকে দেওয়া হয়েছে ৯৬ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। উল্লেখ্য, সিকিম হল ভারত তথা বিশ্বের এমন একটি অঞ্চল যেখানে সমগ্র কৃষি ব্যবস্থাই জৈব প্রযুক্তি-নির্ভর।কৃষি পরিকাঠামো তহবিল গঠনের সূচনাকাল থেকে ২০২২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে মঞ্জুর করা হয় ১১,৮৯১ কোটি টাকা। ১৬ হাজারেরও বেশি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য এই অর্থ মঞ্জুর করা হয়। অন্যদিকে, ২০২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮,১৩৬টিরও বেশি প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ১৩,৬৮১ কোটি টাকা বিনিয়োগে কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির সাহায্যে বিভিন্ন কৃষি পরিকাঠামো গঠন করা হয় এবং কয়েকটি প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বর্তমান রয়েছে প্রায় শেষ পর্যায়ে

৩ জানুয়ারি ১০৮ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ১০৮ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এ ভাষণ দেবেন। এই বছরের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এর ফোকাল থিম হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নারীর ক্ষমতায়নের সঙ্গে টেকসই উন্নয়ন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস এ অংশগ্রহণকারীরা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, গণিত শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক অংশগ্রহণে নারীদের সমান প্রবেশাধিকার প্রদানের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করার পাশাপাশি শিক্ষা, গবেষণা ও শিল্পের উচ্চ স্তরে নারীর সংখ্যা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আলোচনা ও চিন্তাভাবনা করবেন।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীদের অবদান তুলে ধরার জন্য একটি বিশেষ অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হবে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এর প্রথম অধিবেশন ১৯১৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ১০৮ তম বার্ষিক অধিবেশন মহারাষ্ট্রের রপ্টস্ট্র ভ্রুদোজি মহারাজ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে, যা এই বছর নিজস্ব শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে।

রাজৌরিতে ঘৃণ্য সন্ত্রাসী হামলার নেপথ্যে যারা রয়েছে তাদের শাস্তি হবেইঃমনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ২ জানুয়ারি :ঃজম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে বর্বরোচিত জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজপাল মনোজ সিনহা। উপ-রাজপালের দফতর থেকে সোমবার সকালে টুইট করে জানানো হয়েছে, রাজৌরিতে কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। আমি জনগণকে আশ্বস্ত করছি, এই ঘৃণ্য হামলার পিছনে যারা রয়েছে তাদের শাস্তি হবেই। শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে রয়েছি। আমরাউপ-রাজপাল মনোজ সিনহার দফতর থেকে টুইট করে আরও জানানো হয়েছে, সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের নিকটাত্মীয়কে ১০ লক্ষ টাকা এবং সরকারি কারের দেওয়া হবে। গুরুতর আহতদের ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ রাজৌরির দফতর ডাঙরি গ্রামে জঙ্গিরা হামলা করে। সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষের ফলে ৪ জন মারা গিয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন ৬ জন।

দিল্লিকে দূষণ থেকে বাঁচাতে প্রয়াস, আরও ৫০টি নতুন বৈদ্যুতিক

বাসের সূচনা করলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি :ঃটিসি-র অধীনে রাজধানী দিল্লিতে আরও ৫০টি নতুন বৈদ্যুতিক বাসের সূচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সোমবার বেলা ১১.৩০ মিনিট নাগাদ এটি অনুষ্ঠান থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে ৫০টি নতুন বৈদ্যুতিক বাসের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, ২০২৫ সালের মধ্যে দিল্লির রাস্তা-চও শতাংশ বাস বৈদ্যুতিক চালিত হবে।এদিন আন্টো চার্জিং স্টেশনেরও উদ্বোধন করেছেন কেজরিওয়াল। এর ফলে খুব দ্রুত চার্জ করা যাবে বৈদ্যুতিক বাসগুলি। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, আমরা ২০২৩ সালে ১,৫০০টি ই-বাস সংগ্রহ করব এবং ২০২৫ সালের মধ্যে দিল্লির রাস্তায় ৮০ শতাংশ বাস বৈদ্যুতিকে চালিত হবে।

শীতে কাঁপছে উত্তর প্রদেশ বারাণসীতে ১-৮ শ্রেণী অবধি বন্ধ থাকছে স্কুল, বৈঠকে বসলেন যোগী



লখনউ, ২ জানুয়ারি :ঃপ্রবল শীতে কাঁপছে গোটা উত্তর প্রদেশ। শৈতপ্রবাহের জেরে তাপমাত্রার পায়দ নীচের দিকেই। লখনউ থেকে বারাণসী, মোরাদাবাদ থেকে হাথরাস সর্বত্রই ঝাঁকিয়ে ঠাণ্ডা। প্রবল শীত ও শৈতপ্রবাহের কারণে উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে আগামী ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকছে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী ক্লাস। পাশাপাশি শৈতপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে লখনউতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত স্কুল ২ জানুয়ারি আগামী ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সকাল দশটা থেকে দুপুর দু’টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।এদিকে, শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে সোমবারই বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৈঠকে কেভিড পরিস্থিতি, কৃষাশা ও ঠাণ্ডা পরিস্থিতি এবং আন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত জেলায় আইসিইউ চালু থাকতে হবে। ওষুধ, বিশেষজ্ঞ এবং প্রযুক্তিবিদের কৌনও অভাব যেন না হয়। আউটসোর্স কর্মীদের সময়মতো বেতন দিতে হবে। বারাবাঙ্কির আসলে সব জেলায় বিনিয়োগকারীদের সম্মেলন আয়োজন করতে হবে।

ভারত জোড়ো যাত্রায় আমন্ত্রণ পেয়ে রাহুলকে ধন্যবাদ অখিলেশের, জ্ঞাপন করলেন শুভকামনা

লখনউ, ২ জানুয়ারি :ঃসমাজবাদি পার্টির (সপা) সভাপতি অখিলেশ যাদব কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ভারত জোড়ো যাত্রাতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যাত্রার সাফল্যের জন্য তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।সোমবার অখিলেশ যাদব তাঁর অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ভারত জোড়ো যাত্রাতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি পোস্ট করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, প্রেম, অহিংসা, করুণা, সহযোগিতা এবং সম্প্রীতিই একমাত্র ইতিবাচক সত্য যা ভারতকে একত্রিত করে। আশা করি, আমাদের দেশের এই

দৈনিক সংক্রমণ কমে ১৭৬ ভারতে সক্রিয়

রোগীও নিরন্তর নিম্নমুখী, মৃত্যু আরও দু’জনের

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি :ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ একধাক্কায় অমেটকাই কমে গিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৬ জন। এই সময়ে মৃত্যুও দু’জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় কেবলে একজনও উত্তরাখণ্ডে গুরুজনের মৃত্যুর পর সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৬০৬,৭০৭ জনের।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ৬৭০-তে পৌঁছেছে। এই মরুহুতে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। এখনও পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৪৬,৭৮,৮২২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সফ হয়েছেন ৪,৪১,৪৫,৪৪৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে করোনার ভাকসিন পেয়েছেন ০৬ হাজার ৬৭৫ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১ কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১০,৭৭,১৯২। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১ জানুয়ারি সারা দিনে তারতে ৯২,৯৫৫ জনের শরীরে নতুন সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ৯২,৯৫৫ নমুনা টেস্টের মধ্যে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে কেভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৬ জন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা,৩জানুয়ারিঃমঙ্গলবার, ১৮শৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩জানুয়ারি ২০২২, ৫৬৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৮ পৌষ, চান্দ্র ৭ মকৃশ্রদ মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাব্দ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৮ শৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ শৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৪৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী।শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪২৫এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৫০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১ঃ২১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৩৮৪ঃ পর্যন্ত মঙ্গলঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪ঃ পর্যন্ত পরে পূনর্বস্বকঃঃবজিঃ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪ঃ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগন্ত অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ৫ঃ৪ঃ০ থেকে - ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২ঃ৩ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫ঃ৫ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৪ঃ২ঃ৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১ঃ২২ঃ৫ থেকে - ০৫ঃ৫ঃ২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫ঃ৬ঃ ৫ পর্যন্ত, তারপর ০৬ঃ০ঃ৪ঃ৫ থেকে - ০৮ঃ৫ঃ২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩০ পর্যন্ত কুলিঃ বেলোঃ দিন ০৭ঃ২ঃ৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৫ঃ২ পর্যন্ত কুলিঃ রাত্রিঃ০৭ঃ ২ঃ৪ঃ২ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ৪ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০ঃ৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০ঃ৪ঃ২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত।
কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৪ঃ৫১২ থেকে - ১০ঃ১ঃ১৪ঃ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২৪ঃ ৬১১ (২৭) ৩ পদস্ফঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৬) ২ পদবুধঃ ০২২৫৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২৩৬ (২৫) ৬ পদশুক্রঃ ১০৮১৭১৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৬০০ (২৬) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩৬ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ১২ঃ৫
আবহাওয়া
অংশত, মেঘলা আকাশ।ঝোড়া হওয়া সহ বৃষ্টি হতেপারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৬.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৬.০২ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আদ্রতা হবে৯১শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হ্রানি মঙ্গলবার। জোয়ার-সকল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট। ভরিঃসময়ঃ-১১টা ২০মিনিট। রাতঃ-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৬মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা ০৬মিনিটে। মধ্যে হবেই আজকের দিনে আবহাওয়া।
রাশিফল
মেঘ রাশিঃ গৃহে বহুজন সমাগম ওবিবিধ বিষয়ে আলোচনা হবে।আজ কৈদিনে হবে। বৃষ রাশিঃ উপস্থিত বুদ্ধিতে কার্যসিদ্ধি হতে পারে। শুভদিন হবে। সন্তানের বিকাশ লাভ হবে। মিথুন রাশিঃ কাজক্ষান্নি কাজে পরিতি্যাগ করুন। বহুদিনের প্রত্যাশাপূরণের সম্ভবনা হতে পারে। কর্কট রাশিঃ মামলায় জয়লাভের সম্ভাবনা। দীর্ঘকাল হুদয়ম্রী ও পরোপকারের চেষ্টা হতে পারে।
সিংহ রাশিঃ আপনার ভ্রত ব্যবহার প্রশংসনীয় হবে। অনেক মানুষ আপনার সামনেই মৌখিক প্রশংসা বর্ষণ করবে। দিনের শুরুতে আপনি কোনও আর্থিক ক্ষতিতে ভুগতে পারেন, যা পুরো দিনটিকে লুণ্ঠন করতে পারো।শুভদিন হবে। কন্যা রাশিঃ পারিপার্শ্বিক বুকে কাজ করুন। দীর্ঘকালের রোগের উপশমের আশা আছে। অর্থ ব্যয় তুলে রাশিঃআপনার স্ত্রীর সাথে পারিবারিক সমস্যা ভাগ করে নিন। নিজেদেরকে এক প্রেমপুর্ণ যন্ত্রশ্রী দম্পতি হিসাবে পুনর্নিশ্চিত। সঙ্গ নির্বাচনে সতর্কতা প্রয়োজন আছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার কাজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্বাস্থ্যবিক চাপের সৃষ্টি করবে। অর্থ সংশয়া। ধনু রাশিঃ শারিরিক অপেক্ষাকৃত শুভপ্রদ। অতিরিক্ত উচ্চাশা বর্জন করুন। যথ আয় তহবিল হবে। মকর রাশিঃ স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে এই সময়কালটি মঃদ যাবে, কাজেই আপনি কি খাচ্ছেন সে ব্যাপারে সতর্ক হোন। অর্থ ব্যয়। কুম্ভ রাশিঃ হাতা ভগিনীর সহিত মতানৈক্যের অবসান হতে পারে। অসহনীয় অহেতুক ব্যবসায়িক বারোলা হতে পারে আজকে।
মীন রাশিঃ আর্থিক শুভফলের আশা হতে পারে আজকে। প্রিয়জনের শিক্ষার উন্নতির যোগ হতে পারে। সংসারে শান্তি হবে

ডুমুরজলায় গাড়ি চালানো শিখতে এসে বোলেরো গাড়ির থাক্কায গুঁড়িয়ে গেল অনেক গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জানুয়ারি : বছরের শুরুতেই দুর্ঘটনা। হাওড়ার ডুমুরজলায় গাড়ি চালানো শিখতে এসে বোলেরো গাড়ির থাক্কায গুঁড়িয়ে গেল অনেক গাড়ি। প্রাণে রক্ষা প্রাতঃভ্রমণকারীরা। হাওড়ার ডুমুরজলায় প্রাতঃভ্রমণে এসে দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচলেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা। সোমবার সকালে ওই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে একটি বেপরোয়া গতির বোলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা বেশ কিছু গাড়িকে ধাক্কা মেরে কার্যত গুঁড়িয়ে দেয়। ওই চালক গাড়ি চালানো শিখছিলেন বলে অভিযোগ। প্রাতঃভ্রমণকারীদের অভিযোগ গত কয়েক বরষের বেশ কিছু দুর্ঘটনা এভাবে ঘটেছে। বেপরোয়াভাবে এখানে গাড়ি চলাচল করে। যা প্রাতঃভ্রমণকারীদের পক্ষে নিরাপদ নয়। অনেকেই এখানে গাড়ির প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। সেরকমই একটি গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। স্থানীয় মানুষের দাবি গাড়ির ট্রেনিং অন্য সময়ে নিতে হবে। ভোর থেকে মর্নিং ওয়াকাররা এখানে আসেন। তাদের নিরাপত্তার দিকটা আগে দেখতে হবে। এদিন দুর্ঘটনা ঘটলে একাধিক জনের জীবনহানি ঘটতো বলে তারা আশঙ্কা করছেন। পুলিশ এসে ২ জনকে আটক করেছে বলে জানা গেছে। এদিন সাতসকালে চার চাকা গাড়ি শিখতে গিয়ে ভয়ানক ওই পথ দুর্ঘটনায় ঘটে যায় হাওড়ার ডুমুরজলায়। এক কিশোর বোলেরো গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে ঘটায় এই কান্ড। ৭-৮টি বাইক, একাধিক সাইকেল, স্কুটি ধাক্কা মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি প্রাতঃভ্রমণকারীদেরও বেশ কয়েকজন ঘটনায় সামান্য আহত হন। ডেঙে যায় দুর্ঘটনাপ্রসূত গাড়িটিও। বরাত বেগের বড় বকমের পথ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান প্রাতঃভ্রামণকারীরা। ঘটনাস্থলে চ্যার্টার্জিহাট থানার পুলিশ এসে আটক করে দু’জনকে।

রজত জয়ন্তী বর্ষে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ জানুয়ারি : হাওড়া জেলার বাগনান থানার বাঙালপুর মহিলা বিকাশ ভবন প্রঙ্গনে আজ থেকে শুরু হয়েছে রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে তিন দিনের মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সম্মেলন। আয়োজনে হাওড়া বাগনান বাঙালপুরে অবস্থিত বাগনান এক মহিলা বিকাশ কো- অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, বাগনান এক মহিলা বিকাশ কনাজিউমার কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, বাগনান গ্রামীণ মহিলা সম্মিলন। দশটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নিরার্শিটা গ্রামের প্রায় ছত্রিশ হাজারের অধিক মহিলা সদস্যদের মধ্যে প্রতিনিদ পাঁচ শত করে প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন, আলোচনা সভায় ২-৪ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন দিন ধরে চলবে এই রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে প্রতিদিন থাকছে প্রদর্শনী, ক্রয় বিক্রয় ও নানা ধরনের আলোচনা। মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে গড়ে উঠেছে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে। কেন্দ্রীয় সমন্বয় সমিতির সভানেত্রী মমতামল্লী মা মাধুরী ঘোষ বলেন, তিল তিল করে গড়ে তোলা হয়েছে এই উদ্যোগ ইতিমধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে পুরস্কার প্রাপ্ত এই মহিলাদের প্রতিষ্ঠান। সম্মেলনে পাণপ্টি পানি নির্মিত মাধুরী ঘোষের একটি আবৃত্তিকা , অধরা নয় যে মাধুরী গ্রন্থ প্রকাশ করা হল, সোমবারের স্মারক পত্রিকা প্রকাশ লক্ষ উদ্দেশ্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে । নারী ও সামাজিক অবিচার, গ্রাম জীবনের ভবিষ্যত জীবিকার সন্ধানে, শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানা, গোপাল ঘোষ আমাদের প্রতিনিধিকে । এলাকার জেলা রাজ্যের ও দেশের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তিন দিনের মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে জানা গেছে ।

চালু হয়ে গেল শিল্পসাথী পোর্টাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই চালু হয়ে গেল শিল্পসাথী পোর্টাল। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে চালু হওয়া এই পোর্টালটিতে ১১ টি দফতরের ৬১টি অনলাইন পরিষেবা এক ছাতর তলায় আনা হয়েছে বলে রাজ্য শিল্পোন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গেছে। ওয়েস্টবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করার জন্য এই প্রকল্প ‘শিল্পসাথী’ নামে প্রচলিত। সেই প্রকল্পের নামেই এবার একক উইন্ডো পরিষেবা পোর্টাল চালু হল। সরকারের দাবি, এই পোর্টালের মাধ্যমে আদতে বাংলায় মধ্যবিত্ত সমাজের যুবকদের উৎসাহিত করা হবে বাংলার বৃকে ক্ষুদ্র শিল্প বা ব্যবসা শুরু করার জন্য। যে শিল্প বা ব্যবসা আরও অনেক মানুষকে আয়ের মুখে দেখাতে সাহায্য করবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে নতুন কোনও ব্যবসা অথবা শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায় সরকারি অনুমোদন। অনেকই জানেন না ঠিক কোন পদ্ধতিতে এগোলে ব্যবসা বা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ মিলবে। জানেন না কোথায় কীভাবে আবেদন করলে তা অনুমোদন পাবে। এই সমস্যারই সমাধান করবে শিল্পসাথী পোর্টাল। যদি আপনার কোনও বাধা শুরু করার ইচ্ছা থাকে নিজের বাড়ি থেকেই এবং প্রয়োজনীয় গাইডেন্সের জন্য আটকে রয়েছেন সে ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই এই পোর্টালের সাহায্য নিতে পারবেন। সরকারের দাবি, এই পোর্টালের ফলে বাংলার বেকার যুবকদের স্থানীয়ভাবে ব্যবসা- বাণিজ্য স্থাপনে উৎসাহ প্রদান, গ্রামবাংলার শিক্ষিত বেকার যুবক- যুবতীদের জীবনযাত্রার মনোমনয় সাধন, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের বাংলায় বিনিয়োগের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা, খুব অল্প সময়ে ব্যবসার শুরুর জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র সহ লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং বাংলার ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের জন্য সাহায্য করা।

কাটিহার ডিভিশনে পরিকাঠামোমূলক কাজের জন্য ট্রেনের বাতিলকরণ, আংশিক বাতিলকরণ, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনঃনির্ধারণ

মালিগাঁও, ২ জানুয়ারি : ০৪ থেকে ০৬ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পরিচালনামূলক সুবিধা ও অন্যান্য পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন এবং রাণাপাণি-নিউ জলপাইগুড়ি-আবাহাটি ফালাকাটা সেকশনে স্টেশন হাউসের রিমডেলিং ও অটোমেটিক সিগন্যালিং চালু করার জন্য নন-ইন্টারলকিং ও প্রি নন-ইন্টারলকিং কাজ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। তাই নীচের বিবরণ অনুযায়ী কিছু ট্রেনের পরিষেবা বাতিল, পথ পরিবর্তন, সময় পুননির্ধারণ করা হয়েছে এবং অন্য আরও কিছু ট্রেন আংশিক বাতিল করা হয়েছে। ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণ ১৩ ও ৬ জানুয়ারি তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৩৬৩৮ নং (কলকাতা-হলদিবাড়ি) এক্সপ্রেস, ৩ থেকে ০৬ জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৭৫২১ নং (শিলিগুড়ি-হলদিবাড়ি) এক্সপ্রেস স্পেশাল ও ৪ থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৭৫২২ (হলদিবাড়ি-শিলিগুড়ি) এক্সপ্রেস স্পেশাল ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে। ০৪ থেকে ০৬ জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৭০৩ নং (নিউ জলপাইগুড়ি-বঙাইগাঁও) এক্সপ্রেস, ১৫৭০৪ নং (বঙাইগাঁও-নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস, ১৫৭০৯ নং (মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস, ১৫৭১০ নং (নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন) এক্সপ্রেস, ১২০৪২ নং (নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া) শতাব্দী এক্সপ্রেস, ১২০৪১ নং (হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি) শতাব্দী এক্সপ্রেস, ১৫৭৭৭নং (নিউ জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার জং.) টুরিস্ট এক্সপ্রেস, ১৫৭৭৮নং (আলিপুরদুয়ার জং.-নিউ জলপাইগুড়ি) টুরিস্ট এক্সপ্রেস, ০৫৭৪৯ নং (নিউ জলপাইগুড়ি- হলদিবাড়ি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ০৫৭৫০ নং (হলদিবাড়ি-নিউ জলপাইগুড়ি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল, ০৫৭৫১ নং (নিউ জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল এবং ০৫৭৫২ নং (হলদিবাড়ি-নিউ জলপাইগুড়ি) প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন বাতিল থাকবে। ৪ ও ৬ জানুয়ারি তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৩৬৪৩ নং (হলদিবাড়ি- কলকাতা) এক্সপ্রেস, ৫ ও ৬ জানুয়ারি তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৭৫২০৭নং (শিলিগুড়ি জং.-কাটিহার) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং ৬ ও ৭ জানুয়ারি তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৭৫১৯ নং (কাটিহার-শিলিগুড়ি জং.) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল থাকবে। ৬ জানুয়ারি তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৭২২ নং (নিউ জলপাইগুড়ি-দিঘা) এক্সপ্রেস ও ০৭ জানুয়ারি তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৭২১ নং (দিঘা-নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল থাকবে। ট্রেনের আংশিক বাতিলকরণ ৪ জানুয়ারি তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ২২৬১১ নং (এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল-নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস ও ০৪৬৫৪ নং (নিউ জলপাইগুড়ি) স্পেশালের যাত্রা শিলিগুড়ি জংশনে সংক্ষিপ্ত সমাপন হবে এবং শিলিগুড়ি জং. ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে আংশিক বাতিল থাকবে। ৬ জানুয়ারি তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ২২৬১২ নং (নিউ জলপাইগুড়ি-এমজিআর চেন্নাই সেন্ট্রাল) এক্সপ্রেস ও ০৪৬৫৩ নং (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর জং.) স্পেশালের যাত্রা শিলিগুড়ি জংশন থেকে সংক্ষিপ্ত আরম্ভ হবে এবং নিউ

মুখ্যমন্ত্রীর দুদিনের সফরের আগে সেজে উঠেছে গঙ্গাসাগর



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাসাগর, ২ জানুয়ারি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সেজে উঠেছে গঙ্গাসাগর। আর কয়েকদিন পরেই গঙ্গাসাগর মেলা। চলছে শেষ মুহূর্তের কাছ। আর সেই সব কাজ দেখতে দুদিনের গঙ্গা সাগর পরিদর্শনে আসতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বুধবার ৪ জানুয়ারি দুদিনের সফরে গঙ্গা সাগরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক ও বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীদের নিয়ে তিনি বৈঠক করবেন। ১৪ জানুয়ারি সাগরবীপে পৌষ সংক্রান্তিতে পূর্ণ্যমান সারবেন কয়েকলক্ষ তীর্থযাত্রীরা। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে গঙ্গাসাগর মেলার যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন। তারপরে তিনি কপিল মুনির মন্দিরে পূজা দেবেন। আর তার আগে রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীরা একাধিক বার মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেছেন। জেলা প্রশাসন মেলার কাজে যুক্ত সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক ও করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শুক্রবার হেলিকপ্টার ট্রায়াল ও হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে গঙ্গাসাগর মেলার যাবতীয় প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন। তারপরে কপিল মুনি মন্দিরে পূজা দেবেন। গঙ্গাসাগরে

ক্রমে গঙ্গা ভাঙনে ‘বিপন্ন’ হতে বসেছে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২ জানুয়ারি : ক্রমে গঙ্গা ভাঙনে ‘বিপন্ন’ হতে বসেছে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রাতঃভ্রমণকারীদের সংগঠন ‘সই সংগ্রহ করে এবার সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরে জমা দেবো। সোমবার দুপুর দুটো থেকে গঙ্গাবক্ষে অবস্থান করেন এলাকাবাসী। গঙ্গার ভাঙনে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নষ্ট হচ্ছে। ডেইলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তই এদিন সকল মানুষের সই সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষকে জমা দেবেন বলে জানা গেছে। জানানো হয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ গঙ্গা আকর্শন প্ল্যান কমিটির সদস্যদের। এদিনের কর্মসূচিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শুক্লা মালাকার, উত্তর তরুণ সিংহ, পরমেশ ব্যানার্জি, শ্যামাল নাগ, বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার এবং পরিবেশপ্রেমী উত্তম চ্যাটার্জি প্রমুখ। ক্রমেই গঙ্গা ভাঙনে ‘বিপন্ন’ হতে বসেছে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মাসখানেক আগেই লঞ্চ এলাকা সরোজমিন



করেছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। জাতীয় এই উদ্ভিদ উদ্যান রক্ষা করতে আদালতেরও দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ছিল, এটা জাতীয় স্বার্থ। এই বিষয় নিয়ে জুডিশিয়াল অথরিটি এবং পলিটিক্যাল অথরিটি পোর্টের পক্ষ থেকে জাহাজ চলাচলের জন্য নদী ড্রেজিং করা হয়ে থাকে। নদী রক্ষার জন্য করে না। সেইজন্য ড্রেজিং বাড়তে হবে। হাওড়ার দিকে ড্রেজিং করলে জলের গভীরতা বাড়বে। এর ফলে ভাঙন রোধ হবে।

নিউটাউনে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় আটক এক, মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারির দাবিতে চলছে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : নিউটাউনে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় চিহ্নিত করা হল ‘যাতক’ গাড়িকে। তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে একজনকে। তত্তে মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত চলবে বিক্ষোভ। বছরের প্রথম দিন, রবিবার বিকেলে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউটাউন ক্যাম্পাসের বাইরে ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সেট থেকে বেরতেই একটি বেপরোয়া গাড়ি ধাক্কা মারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের স্নাতক স্তরের পড়ুয়া শাকিল আহমেদকে। তাঁকে ধাক্কা মেরেই সেখান থেকে চম্পট নিয়ে যাকক গাড়িটা। প্রায় মিনিট ১৫ পর শাকিলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনার পরই প্রশ্ন ওঠে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। পুলিশের বিরুদ্ধে ফ্লোড উগরে দিয়ে বিক্ষোভে শাকিল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। অবিলম্বে অভিযুক্ত চালককে গ্রেপ্তারির দাবিতে রাস্তা আটকে নিউটাউনের তেমাথার মোড়ে চলছে বিক্ষোভ। সোমবার ডিসি নিউটাউন জানান, কবাব

ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের আদলে তৈরি নতুন হেলিপ্যাড ময়দানের উদ্বোধন করবেন। জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করবেন। ১৪ জানুয়ারি সাগরবীপে পৌষ সংক্রান্তিতে পূর্ণ্যমান সারবেন কয়েক লক্ষ তীর্থযাত্রী। এবার কুম্ভমেলা না থাকায় গঙ্গাসাগরে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হবে বলে অনুমান রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের। তাই এক মাস আগে থেকেই মেলা সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু করেছিলো প্রশাসন। যশে কপিলমুনি মন্দিরের সোজা অংশে সমুদ্রতটে ধস নেমেছিল। নতুন করে সমুদ্রতট বানানো হয়েছে। তীর্থ যাত্রীদের থাকার জন্য ‘বাফার জোন’ তৈরির কাজ চলছে। মন্দিরে নতুন রঙের পোঁচ পড়েছে। কচুবেড়িয়া বাসস্ট্যান্ড ও গঙ্গাসাগর বাসস্ট্যান্ড থেকে মেলাপ্রাঙ্গণ চত্বর ১ নম্বর থেকে ৫ নম্বর রাস্তা পর্যন্ত আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে। ৮ থেকে ১৫ জানুয়ারি সাগরবীপে চলবে গঙ্গাসাগর মেলা। মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পুলক রায়, পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীরা দফায় দফায় সাগরে এসেছেন। তা ছাড়াও, সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা গত একমাস ধরে বার বার মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন। তাঁকে এই মেলা আয়োজনের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২৭ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগর মেলা অফিসে প্রস্তুতি নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আসার আগেই যাতে সাগরবীপকে মেলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করে ফেলা যায়, সেই ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ওই বৈঠকে। ত্রিমাত্রিক মডেলের মাধ্যমে এবার গঙ্গাসাগর মেলায় তুলে ধরা হবে রাজ্যের পাঁচটি মন্দির। অস্থায়ী কাঠামোর মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে রাজ্যের পাঁচটি ঐতিহ্যবাহী মন্দিরকে। অনেক পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগর মেলায় এসে তারাপিঠ, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বর ও জহুরা কালীবাড়ি দর্শনের সুযোগ পাবেন। অনলাইনে পূজা দেখতে পাবেন। তাছাড়া এবারে মেলা চলাকালীন তিনদিন বেনারসের আদলে সমুদ্রতটে সন্ধ্যাআরতী হবে । দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে মেলার প্রস্তুতি চলছে জোরদারম্ে। ইতিমধ্যে মুড়িগঙ্গা নদীতে ড্রেজিংয়ের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়া, মেলার পরিকাঠামোর কাজ শেষের দিকে।” মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মেলায় সবধরনের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। নতুন করে সমুদ্রতট তৈরি করা হয়েছে। প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে।” আবার নতুন করে সেজে উঠছে গঙ্গাসাগর।

হরিপাল গুরুদয়াল ইনস্টিটিউশনের ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ পূর্তির সূচনা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ জানুয়ারি : এদিন সোমবার হরিপাল গুরুদয়াল ইনস্টিটিউশনের ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ পূর্তির সূচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সূচনা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে হরিপাল গুরুদয়াল স্কুল থেকে মশাইমোড়, চৌধুরীপাড়া হয়ে হরিপাল স্টেশন বাজার পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় প্রাভান বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও শি ক্ষ ক –শিক্ষক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সামিল হন। এই অনুষ্ঠানে আদিবাসী নৃত্য, ধামসা-মাদল, রন পা, এন সি –এর স্ক্যান্ডিটদের পন্থাযাত্রা, ছৌ নৃত্য, প্রভাত ফেরির মাধ্যমে এলাকা প্রদর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মাননীয় কৃষিজ বিপণন এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মায়া। উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মায়া সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মন্ত্রী বেচারাম মায়া বলেন, এই ঐতিহ্যপূর্ণ বিদ্যালয়ের ১২৫ তম বর্ষের সূচনা উপলক্ষ্যে সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। তিনি এলাকার সমস্ত মানুষকে সারা বছরের এই অনুষ্ঠানে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।



প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায় দশ লক্ষ উনিশ হাজার উপভোক্তার নাম জমা পড়েছে : নবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে গত শনিবার ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২ টা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার তালিকায় রাজ্যে দশ লক্ষ উনিশ হাজার উপভোক্তার নাম পোটালে জমা পড়েছে বলে নবার সূত্রে জানা গিয়েছে। অসম্পূর্ণ আবেদন এবং তথ্য খাফি এই কাজ চিকিত্সা না হওয়ায় লক্ষমাত্রা পূরণে এখনো ১ লক্ষ ১৭ হাজার উপভোক্তার নাম জমা পড়তে বাকি রয়েছে বলে সূত্রের খবর। অনুমোদিত উপভোক্তাদের আগামী মার্চ মাসের মধ্যে বাড়ি তৈরীর কাজ শেষ করে ফেলতে হবে বলেও রাজ্য সরকারের তরফে আগেই বিভিন্ন জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরুর প্রথম দিনেই খাবারের মান এবং পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : ১ জানুয়ারি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা শুক্র প্রথম দিনেই খাবারের মান এবং পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ তুলবেন ওই ট্রেনের যাত্রীরা। রবিবার রাতে ওই ট্রেন হাওড়ায় এলে থেকে বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, বেরকম ভাড়া সেই অনুপাতে মান নয়। প্রিমিয়াম ট্রেনে যেটা খুবই আশ্চর্যের। রেলের গাফিলতি ভারতীয় রেলকেই দেখতে হবে বলে দাবি তোলেন তাঁরা। রবিবারই ছিল বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরুর প্রথম দিন। তা নিয়ে সকলের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিনের যাত্রাপথেই খাবারের মান এবং পরিষেবা নিয়ে বিস্তার অভিযোগ তুলেছেন ওই ট্রেনের যাত্রীরা। রাতে ট্রেন হাওড়া এলে ট্রেন থেকে নেমে যাত্রীরা ক্ষোভ উগরে নেন। সোদপুরের এক বাসিন্দা পিউলি মুখোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বেরকম আশা করেছিলাম সেরকম নয়। বেরকম ভাড়া সে অনুপাতে মান নয়। রাইস এবং ডাল ঠান্ডা ছিল। চিকেন এতো শক্ত যে বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে তা খাওয়া খুবই অসুবিধের। সকালের ডিমের পোচ ফেলে দিতে হয়েছে কাঁচা ছিল বলে। যাবার সময় মালদায় দুটো বাথরুম ফিল টেকনিকিয়াল সমস্যার জন্য জল পড়েনি। প্রিমিয়াম ট্রেনে এটা খুবই আশ্চর্যের। যাবার সময় ক্লিনিং ভালো ছিল। ভারতীয় রেলকেই বিষয়টা দেখতে বলব। আরেক যাত্রী সায়ন চক্রবর্তী বলেন, আসার সময় একেক কাচে একেকরকম খাবার দেওয়া হয়েছে। ভাড়া যখন সবাই সমান দিয়েছে তাহলে এরকম কেন হবে ? জেনারেল পাবলিক মালদা টাউনে একজন উঠে পড়েছিল ছবি তুলতে। ট্রেনে কেউ ট্যালেট অপরিষ্কার করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেন এরকম হবে ? শতাব্দীর মতোই খাবারের কোয়ালিটি ছিল। রেলের গাফিলতি ভারতীয় রেলকেই দেখতে হবে।

গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৪ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : রাজ্যজুড়ে গত কয়েকদিন ধরেই রয়েছে ১০- র নিচে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪ জন । সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪ জন । যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ২১,২৮,৪২৬ । রাজ্যে করোনায় মোট মৃত্যের সংখ্যা ২১,৫৩২ । একদিনে সূস্থ হয়ে উঠেছে ৪ জন । সব মিলিয়ে রাজ্যে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ২০,৯৭,০৩৯ জন । সুস্থতার হার ৯৮.৮৯ শতাংশ । একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৬৯৬ জনের । যার জেরে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে ২৬,৯৬২,৪৬২।

সীমান্তে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২ জানুয়ারি : উত্তর ২৪ পরগনার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে বিএসএফ। সোমবার বিএসএফের এক আধিকারিক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, রবিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার তারালি সীমান্ত টেকির কাছে পাচারকারীদের গতিবিধি নজরে পড়ে বিএসএফ জওয়ানদের। তখনই ভারত থেকে বাংলাদেশের দিকে যাওয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ধারণা করলে তারা প্যাকেটটি ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর বিএসএফ জওয়ানরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে প্যাকেটটি উদ্ধার করে। সেখান থেকে ১৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তেঁতুলিয়া কার্টম অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে গাঁজার প্যাকেটটি।

তৃণমূল নেতার তিন পরিবারের সদস্য ব্যক্তিদের মারধর

গোপাল রায়, আরামবাগ, ২ জানুয়ারি : তৃণমূল নেতার পরিবারের সদস্যদের মারধরের অভিযোগ করল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ঘটেছে আরামবাগ থানার হিয়াতপুর এলাকায়। এই ঘটনায় আরামবাগ থানার অভিযোগ দায়ের করা হয় বলে জানা গেছে। জানা গেছে, গতকাল বিকেলে আরামবাগ মায়াপুর হাট থেকে শেখ হাকিম নামে এক তৃণমূল নেতার পরিবারের তিন সদস্য মিলে গরু কিনে খানাকুল উদ্দন এলাকায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় হিয়াতপুর এলাকায় বেশ কিছু দুষ্কৃতী মিলে তাদের রাস্তা ঘিরে ধরে তিন ব্যক্তিকে ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। আহত অবস্থায় তিনজনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তিনজনের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান তৃণমূল নেতা শেখ সাখিম। এই ঘটনায় আরামবাগ থানায় এটি অভিযোগ দায়ের হয়।

জমিয়ে ইনিংস শুরু শীতের, কমল রাজ্যের তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরে আবার জমিয়ে ইনিংস শুরু শীতের। সোমবার সকাল থেকেই কমল কলকাতা-সহ রাজ্যের তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরও কমবে বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস। আগামী তিনদিন বজায় থাকবে শীতের আমেজ। তবে জাকিয়ে শীতের পরিস্থিতি নয়। উত্তরবঙ্গ ছাড়া আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৩ ডিগ্রি। রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কলকাতায় ছিল ২৫.২ ডিগ্রি। বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৬৫ থেকে ৯০ শতাংশ। সকালে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দাপট লক্ষ্য। বৃহস্পতিবার থেকে পরিবর্তন হবে তাপমাত্রার। রাজ্যজুড়ে কুয়াশার সম্ভাবনা। মালদা, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সর্বকর্তা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। বেশিরভাগ জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার দাপট বজায় থাকবে। দার্জিলিং ও কালিম্পাংয়ে আগামী ৬৯ ঘটায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। এছাড়া রাজ্যের কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার থেকে আরও নামবে তাপমাত্রার পাদান। শনি ও রবিবারের মধ্যে ১৩ ডিগ্রিতে নেমে যেতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা। জেলার তাপমাত্রা আরও তিন-চার ডিগ্রি নিচে থাকবে। জাকিয়ে শীতের একটা স্পেল আসতে চলেছে বরেন্ই অনুমান আবহাওয়াবিদদের। এদিকে, শীতল উত্তর-পশ্চিম বাতাসের প্রভাবে আগামী দু- তিনদিন অন্তত ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা নামতে পারে উত্তর- পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে। সমতলেও তাপমাত্রা নামার ইঙ্গিত আবহাওয়াবিদদের। মধ্য ভারতের কিছু রাজ্যে দু থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা নামতে পারে। তবে পূর্ব ভারতে একইরকম পরিস্থিতি বজায় থাকবে আগামী তিনদিন। তারপর থেকে তাপমাত্রা ক্রমশঃ নামতে পারে। ঘন কুয়াশার সর্বকর্তা দিল্লি-সহ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারে। মঙ্গল ও বুধবার দিল্লিতে চমক সৈতপ্রবাহের সর্বকর্তা রয়েছে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

শীতেই বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে, ঘন কুয়াশায় ফুটেছে রাঙা পলাশ

শীত এসে গিয়েছে। কিন্তু সেই ভাবে পড়ে নি। ভোরের দিকে ঘন কুয়াশায় ঢাকছে চারিপাশ। তারই মাঝে উঁকি দিচ্ছে রাঙা পলাশ! কোথাও কুঁড়ি, আবার কোথাও ফুটছে ফুল। ভরা শীতের মরশুমে প্রকৃতির খামখোয়ালপাতেই মন ভরে যাচ্ছে। এগুলি দেখতে হলে যেতে হবে আযোধ্যা পাহাড়তলিতে। শিল্পাঞ্চলেও লাল পলাশের আভা। ডিসেম্বরের শেষ লগ্নে লাল পলাশের কুঁড়ি বনমহল পুকুলিয়া শেষ কবে দেখেছিল মনে করতে পারছেন না পরিবেশবিদ থেকে



প্রকৃতিপ্রেমী, বনবিভাগ থেকে আবহাওয়া দপ্তর। আসলে এই জেলার সর্বনিম্ন ১৪.২ ডিগ্রিতে উঠে গিয়েছিল। বড়দিন ছিল কার্যত উষ্ণতম ছিল। ওই দিন জেলার সর্বনিম্ন ছিল ১০.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। শীতের এমন ওঠা নামাতেই পলাশের আগমনী। বলছেন অবসরপ্রাপ্ত বন্যাদিকারিক তথা পরিবেশবিদ। তিনি জানান, আবহাওয়া রদবদলের কারণেই এমনটা হচ্ছে। তবে ডিসেম্বরের শেষে লাল পলাশের আভা সাম্প্রতিক কালে দেখা যায়নি। পলাশ ফুল মূলত হালকা শীত, একটু উষ্ণ ভাব এই অবস্থায় ফোটে। পুকলিয়ার সর্বনিম্ন এক

লাফে প্রায় ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নিচে নেমে যায়। এদিন পুকলিয়ার সর্বনিম্ন ছিল ৬.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যা এই মরশুমের শীতলতম দিন। আবহাওয়ার এমন হেরফেরের কারণে পত্রবিহীন ডালে রাঙা পলাশের আনাগোনা। ফাগুন মাস যদিও অনেক দেরি রয়েছে আসতে। এখনও দূরে ভালোবাসার দিনও। তবুও যেন ভরা শীতে এই পলাশ যেন ভালবাসার আগুন বরাচ্ছে ফাগুনের আগেই। কি বছরই এই জেলায় শীত আগে অনুভূত হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লক্ষ্মী পূজোর সময় থেকেই শিরশিরানি ভাব তাকে। এবার নভেম্বর মাসেই পুকলিয়ার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আটের ঘরে নেমে গিয়েছিল। এমন ছবি দেখা গিয়েছিল ২০১৭ সালের ২৪ নভেম্বর। ওই দিন পুকলিয়ার সর্বনিম্ন ছিলো ৯.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ১৯৯৫ সালে ২৭ নভেম্বর ছিলো ৯.৮ ডিগ্রি। শীতের এমন ওঠানামা আবহাওয়া দপ্তরও সাম্প্রতিককালে দেখেনি। এবার নভেম্বরে শীতের হাড়কাঁপনি থাকলেও ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল।

সুন্দরবনে খোঁজ মিলল ৬৮৫ টি বাঘরোলের



এবার বাঘরোল গণনার পরিসংখ্যান পাওয়া গেল সুন্দরবনের জঙ্গলে। বাঘের জন্য বসানো জঙ্গলের ছবি তোলায় ক্যামেরায় উঠে এল ৬৮৫ টি বাঘরোল। যা ভারতবর্ষের জঙ্গলে বাঘরোলা গণনার দ্বিতীয় ঘটনা। এর আগে তিলকার জঙ্গলে সর্বপ্রথম বাঘরোল গণনা করা হয়। বাঘের বাইরে যে আরও যে সমস্ত প্রাণী আছে সেগুলো গণনা শুরু করেছে বনদপ্তর। যাদের মধ্যে বাঘরোল অন্যতম প্রাণী। এর আগে কুমির গণনা করা হয়েছিল সুন্দরবনের নদীতে। এবার সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্যে বাঘরোল গণনা করা হচ্ছে। গত বছর ৭ - ১৪ ডিসেম্বর সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায়

এই ক্যামেরার মধ্যে জমা হওয়া সমস্ত বাঘরোলের ছবি গণনা করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত মতো উঠে আসে বাঘরোলের একটি পরিস্কার চিত্র। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত প্রাণীগুলিকে বিরল প্রজাতির তালিকায় ধরা হয়েছে তার মধ্যে বাঘরোল অন্যতম। বাঘরোলাকে ইংরাজিতে বলা হয় ফিশিং ক্যাট। গ্রামে অনেকেই মেছো বিভূলা হিসেবেই চেনেনা। গ্রামবাংলায় বাঘরোল ঢুকে পড়লে পিটিয়ে মারার ঘটনা শুনতে পাওয়া যায় প্রায়ই। তাই স্থানীয়দের বাঘরোল সম্পর্কে সচেতন করতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বনদপ্তর। বাঘরোল গণনা করে এই প্রাণীটি সম্পর্কে মানুষকে আলাদা ধারণা দেওয়া হবে। শুধু তাই

বিস্ফোরণে আতঙ্ক রাজৌরিতে, আপার ডাঙরি গ্রামে মৃত্যু ২ শিশুর ও আহত ৫

জম্মু, ২ জানুয়ারি : নতুন করে ফের আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হল জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরির আপার ডাঙরি গ্রামে। সোমবার এই গ্রামে সন্দেহজনক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৭ বছরের এক বালক ও এক নাবালিকার। বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৫ জন। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর আগে রবিবারই আপার ডাঙরি গ্রামে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৪ জন সাধারণ নাগরিক ও আহত হয়েছেন ৬ জন। সন্দেহভাজনক দুই জঙ্গিকে পাকড়াও করার জন্য সোমবার ভোর থেকে অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ে তল্লাশি অভিযান জোরদার করেছে সুরক্ষা বাহিনী। এরইমধ্যে সোমবার সকালে রাজৌরির আপার ডাঙরি গ্রামে সন্দেহজনক বিস্ফোরণ হয়। এডিজিপি মুকেশ সিং জানিয়েছেন, রাজৌরির আপার ডাঙরি গ্রামে রবিবারের গুলিতে নিহতের বাড়ির কাছে বিস্ফোরণ ঘটেছে। আহত দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ৫ জন আহত হয়েছেন, একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আরেকটি সন্দেহজনক আইহুডি পাওয়া গিয়েছে, যা পরিস্কার করা হচ্ছে। বিস্ফোরণে এদিন সকালেই মৃত্যু হয়েছিল ৭ বছরের এক বালকের, আহত অবস্থায় চিকিৎসা চলছিল ৬ জনের, পরে এক নাবালকের মৃত্যু হয়েছে।

দক্ষিণ- পূর্ব রেল ৩০০ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রয়কে অতিক্রম করেছে

কলকাতা, ২ জানুয়ারি : দক্ষিণ- পূর্ব রেল একটি জিরো স্ক্র্যাপ রেলওয়ে করা এই অঞ্চলের অন্যতম মিশন এলো।। অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রি থেকে মূল্য আদায়ে জন্য সরকার বিভাগ ও কর্মশালা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দক্ষিণ- পূর্ব রেলওয়ে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে ৩০০ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রির পরিসংখ্যান অতিক্রম করেছে এবং মোট বিক্রি অর্জিত হয়েছে কোটা ৩১.১২.২০২২ পর্যন্ত ৩০০.৬৩ কোটি। স্ক্র্যাপ বিক্রয় কোটা ৩০০.৬৩ কোটি গত বছরের একই সময়ে তুলনায় ৬৮.৫৬ শতাংশ বেশি। এটি চলতি আর্থিক বছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ২৩১ কোটি টাকার আনুপাতিক লক্ষ্যের চেয়ে ৩০.১৪ বেশি। এটি বিভিন্ন ধরণের স্ক্র্যাপ বিক্রির মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে স্ক্র্যাপ রেল, নিপিত লোকে, ওখাগন এবং কোচ, লৌহঘাটিত এবং অ লৌহঘাটিত উপকরণ, বিবিধ স্ক্র্যাপ, পরিত্যক্ত রাজমিস্ত্রি কাঠামো এবং অন্যান্য কাঠামো ইত্যাদি।

ভারতীয় রেলওয়ে রাজস্ব আয় ৭১ বৃদ্ধি পেয়েছে যাত্রী সেগমেন্ট

২ জানুয়ারি : ভারতীয় রেলওয়ে যাত্রী বিভাগে মোট আনুমানিক উপার্জন এপ্রিল য়ামে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৪৮৯১৩ কোটি টাকা, যা ৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, ২৮৫৬৯ কোটির পরিবর্তে। গত বছরের একই সময়ে অর্জিত হয়েছে। সংরক্ষিত প্যাসেঞ্জার সেগমেন্টে, ১ম সমর্যাকার বুক করা যাত্রীদের মোট আনুমানিক সংখ্যা এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৫৯.৬১ কোটি যা গত বছরের একই সময়ে মধ্যে ৫৬.০৫ কোটি ছিল,৬ বৃদ্ধি দেখাচ্ছে। ১ম সময়ে মধ্যে সংরক্ষিত যাত্রী বিভাগ থেকে আয় ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৮৪৮৬ কোটি, যা গত বছরের একই সময়ে ২৬৪০০ কোটি ছিল,৪৬ বৃদ্ধি দেখাচ্ছে। অসংরক্ষিত প্যাসেঞ্জার সেগমেন্টে, ১ম সময়ে মধ্যে মোট আনুমানিক কত যাত্রী বুক করা হয়েছে এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২২ পর্যন্ত ৪০১৯৭ লক্ষ যা গত বছরের একই সময়ের মধ্যে ১৬৯৬৮ লক্ষ ছিল,১৩৭ বৃদ্ধি দেখাচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে অসংরক্ষিত যাত্রী অংশ থেকে উৎপন্ন রাজস্ব ১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২২ একই সময়ে মধ্যে ২১৬৯ কোটি টাকার তুলনায় ১০৪৩০ কোটি টাকাগত বছর, ৬৮১ বৃদ্ধি দেখাচ্ছে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

বিজ্ঞান মেলা, আকাশ পর্যবেক্ষণের টেলিস্কোপ কিনতে চাইল মাজিগ্রাম

গ্রামের নাম মাজিগ্রাম। মেলার উদ্ভূত টাকা দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণের টেলিস্কোপ কিনতে চাইল সেই গ্রাম। যা দেখে অবাক বিজ্ঞান মনস্করা। শুধু তাই নয়, সিউডি ব্লকের এই গ্রাম নিজেদের উদ্যোগে আগামী বছর গণঅনুদানে ফের মেলা করার শপথ নিয়েছেন তারা। গ্রামের কিছু বিজ্ঞানমনস্ক লোক মিলে নিজেদের উদ্যোগে একটা বিজ্ঞান মেলা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। যার মাধ্যমে গ্রামের লোকের বৈজ্ঞানিক চেতনাকে জাগানো যায়। তিনদিনের মেলা শেষ হয় গত রবিবার। মেলা শেষে শপথ নিলেন গ্রামবাসীরা। মেলায় ছিলেন অরণি চক্রবর্তীর মতো বিজ্ঞানী শোখালেন, কী করে ইন্টারনেট ছাড়া স্কুলে স্কুলে নাম মাত্র দামে পড়ুয়ারা ডেটা ব্যবহার করতে পারবে। ছিলেন বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক, অধ্যাপক, চিকিৎসক থেকে বিজ্ঞানকর্মীরা। শেষদিনের কবিগানের বিষয় ছিল ‘বিজ্ঞান বনাম অপবিজ্ঞান, অবিজ্ঞান’। শেষ অনুষ্ঠানের আগেই মেলার আয়ব্যয় জানিয়ে দেওয়া হল। গ্রামবাসীরা অবাক, মাত্র ৭২ হাজার টাকায় তিনদিনের অনুষ্ঠান-



সহ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। তার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা উদ্ভূত গ্রামবাসীরা বললেন, আরও টাকা লাগলে আমরা তা দিতে রাজি, ওই টাকায় টেলিস্কোপ কেনা হোক। মেলায় যুগ্ম সম্পাদক জানান, বিজ্ঞান নির্ভর গ্রাম চাইছে এলাকার মানুষ এই মেলা তার প্রেরণা। তারা বলেন, মাজিগ্রাম, গুন্টিয়া, খামারতোড়ার গ্রামবাসীদের জন্য খুব দ্রুত টেলিস্কোপ কেনা হবে। এতে গ্রামবাসীরা সকলেই একমত হন বলে খবর মিলেছে।

মানুষরও আছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, জানালেন বিজ্ঞানীরা

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবার মানুষের মধ্যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রয়েছে, তার খবর পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এর ফলে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রকে অনুভব করতে পারে মানুষ। আগে মনে করা হতো, বিশেষ ধরনের মাছি ফুট ফ্লাই, সামুদ্রিক প্রাণী স্যামন সহ অনেক প্রাণীই পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র অনুভব করতে পারে। এমনকি অনেক প্রাণী এর মাধ্যমে অনেক দূরদূরান্তেও যেতে দিক নির্ণয় করতে পারে। কিন্তু মানুষের পক্ষে চৌম্বকীয় ক্ষেত্র বুঝতে পারা সম্ভব নয়। কিন্তু এই ধারণাকেই এবার চ্যালেঞ্জ করে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির গবেষকরা জানিয়েছেন, তাদের নতুন এক গবেষণায় তারা খুঁজে পেয়েছেন যে মানুষের মস্তিষ্কও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বিষয়ে সাড়া ও এর ব্যবহারিক প্রয়োগও আছে। অনেকেই এই পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে কোনো কম্পাস ছাড়াই দ্রুত উত্তর- দক্ষিণ নির্ধারণ করতে পারে। আর একেই তারা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়

হিসেবে অভিহিত করছেন। এই সংক্রান্ত গবেষণা দলের নেতা প্রফেসর জোসেফ কিরণ্ডিক্স বলেছেন, ‘আমরা

প্রমাণ পেয়েছি যে মানুষের চুম্বকক্ব শনাক্তের জন্য মানুষের একটি নির্দিষ্ট ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। এই সংবেদনশীল পদ্ধতি পুরোপুরি বাস্তব, কেনে কিছু মানুষের অন্যান্যদের তুলনায় দিক চেনার ক্ষমতা থাকে, তা ব্যাখ্যা করতে পারে।’ গবেষণায় আমেরিকার পাশাপাশি জোসেফের সঙ্গে কাজ করেছেন জাপানের সহকর্মীরাও। গবেষণার কাজে তারা ছয় দিকে

অ্যান্‌লিমিয়াম দিয়ে আবদ্ধ বস্তু ব্যবহার করে। এই বস্তুগুলোর তেতরে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র কাজ করে না। সেখানে ৩৪ জন স্বেচ্ছাসেবী পুরুষ ও নারীকে প্রশ্নে করায়। পরে দেখা যায়, তাদের মধ্যে মস্তিষ্কের আলফা ব্রেইন ওয়ে নটকীয়ভাবে কমে গেছে। জোসেফ বলেন, মূলতঃ, চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায় তাদের মস্তিষ্ক বিচলিত হয়ে পড়েছিলো।

দিল্লিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণীর কঠোরতম শাস্তি চাইলেন কেজরিওয়াল, সাক্ষেনার বাড়ির বাইরে বিক্ষোভ আপ-এর

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : রাজধানী দিল্লিতে বর্ষবরণের দিন ঘটে যাওয়া ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রেক্ষিতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়, মন্তব্য করলেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এলজি) ডিকে সাক্সেনা। এই ঘটনায় যাতক গাড়ির চালক ও গাড়িতে থাকা অন্যদের কঠোরতম শাস্তি চাইলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তরুণীর মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে সোমবার দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এলজি) ডিকে সাক্সেনার বারি বাইরে বিক্ষোভ দেখালেন আম আদমি পার্টির কর্মী-সমর্থকরা। বর্ষবরণের দিন স্টুটি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন বছর কুড়ির ওই তরুণীকে বাঁচানো যায়নি।



যাতক গাড়ির ৫ সওয়ারিকে ই পুলিশ প্রেক্ষতার করেছে। গাড়ির চাকার একটি অংশ জড়িয়ে যায় তার শরীরে। একটি অংশে। সেই অবস্থাতেই ক য় ক কি লোমিটিার টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় গাড়ি

টি। পোশাকের পাশাপাশি তরুণীর শরীরের পিছনের অংশ চিরে ফালাফালা হয়ে যায়। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ওই তরুণীকে বাঁচানো যায়নি।

দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর টু ইটে লিখেছেন,

বাড়ির বেডরুমে

আগুন লেগে

নাবালক সহ মৃত

৩, তদন্তে পুলিশ

আহমেদাবাদ, ২ জানুয়ারি : গুজরাটের আহমেদাবাদে ডিপ্লোম্ম বাড়ির বেডরুমে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের ৮ বছরের ছোটো সোমবার সকাল ৫টা নাগাদ যখন আগুন লাগে, তখন বাড়ির ফার্স্ট ফ্লোরে অবস্থিত বেডরুমে ছিলেন দম্পতি ও তাঁদের ছেলে। বিভাগীয় দমকল অফিসার ওম জাদেজা জানিয়েছেন, আগুন ও গোঁয়য় শ্বাসকষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে ফরেনসিক দল। আত্মহত্যার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছেন না বলে জানিয়েছে পুলিশ। এটাও সম্ভব যে পরিবারটি ঘর গরম রাখার জন্য আগুন জালিয়েছিল এবং আগুনের সূত্রপাত হলে তাঁরা আটকে পড়েন।

দুরন্ত বার্তা

উত্তর-পূর্ব রেল গোরখপুর- পাটলিপুত্র-গোরখপুর এক্সপ্রেস প্রতিদিন চালাবে

গোরখপুর, ২ জানুয়ারিঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার জন্য, ১৫০৮০-১৫০৭৯ গোরখপুর-পাটলিপুত্র- গোরখপুর এক্সপ্রেস, আগের থেকে সপ্তাহে চার দিন চালানো হয়ে, রেলওয়ে দ্বারা প্রতিদিন চালানো হচ্ছে প্রশসনা। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, উত্তর- পূর্ব রেলওয়ে রেলের সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং অবৈধ পণ্য জন্ম সহ যাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়। এই ক্রমানুসারে, ৬০ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে রেলওয়ে সাহায্য থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, গোরখপুর, ট্রেন নং। ১৫০০৮ সালের গোরখপুরে পৌঁছানোর পর, একজন যাত্রীর একটি ফেলে দেওয়া ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছিল, যা তার উপস্থিতিতে যাত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। ট্রেন নং ১৯৪১০ সাল থেকে, একজন যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয় এবং তার উপস্থিতিতে যাত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ২৯ ডিসেম্বর, ২০২২-এ, ডিভিশনাল সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম, বারাগণী, রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ভাটনি ট্রেন নম্বর ১৫০০৭ থেকে যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি ব্যাগ উদ্ধার করে এবং যাত্রীর উপস্থিতিতে তা হস্তান্তর করে। ডিভিশনাল সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম, বারাগণী, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, সিওয়ান ট্রেন নম্বর ০৫১৪২ থেকে যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি ব্যাগ উদ্ধার করে এবং তার উপস্থিতিতে যাত্রীর হাতে তুলে দেয়। ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২২-এ, ডিভিশনাল সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুম, বারাগণী থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, বোমাস ট্রেন নম্বর ১২৩৩০ থেকে যাত্রীর রেখে যাওয়া একটি মোবাইল উদ্ধার করে এবং যাত্রীর উপস্থিতিতে তা হস্তান্তর করে।

জোকা-তারতলা স্টেচ অফ জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রোয় বাণিজ্যিক পরিষেবা



কলকাতা, ২ জানুয়ারি : জোকা- এসপ্ল্যানেড মেট্রোর (বেগুনি লাইন) জোকা -তারাতলা প্রসারিত বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলি আজ সোমবার থেকে অর্থাৎ ০২.০১.২০২৬ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে। এদিন সকালে যাত্রী নিয়ে প্রথম জোকা থেকে তারাতলার দিকে রওনা হয়। শ্রী কৈশিক মিত্র, ডি, চিফ অপারেশন ম্যানেজার কর্মশির্ষাল, মেট্রো রেলওয়ে অ্যান্ডা মেট্রো আধিকারিকদের উপস্থিতিতে প্রথম যাত্রী শ্রী প্রভাত কুমার চ্যাটার্জিকে পার্পল লাইন মেট্রোর প্রথম টোকেন হস্তান্তর করেন। এই স্মরণীয় উপলক্ষ্যে শ্রী মিত্র তাঁকে একটি উপহারও দিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখতে, ১ম মেট্রোর প্রথম ১০০ জন যাত্রীর মধ্যে গোলাপ বিতরণ করা হয়। জোকা থেকে প্রথম মেট্রোটি ৩০৬ জন যাত্রী বহন করেছিল এবং মেট্রো তারাতলাতে পৌঁছানোর সাথে সাথে যাত্রীদের জন্য এটি একটি স্বপ্ন ছিল। জোকা-তারাতলা মেট্রো প্রসারিত (বেগুনি লাইন) প্রথম যাত্রায় যাত্রীরা উচ্ছসিত।

শীতের দাপটে জবুখবু দিল্লি, আগুনের উত্তাপে উষা হচ্ছে না উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ২ জানুয়ারি : শীতের দাপটে জবুখবু অবস্থা রাজধানী দিল্লিতে, হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়েছে দেশের রাজধানী। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, একই অবস্থা উত্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যে। আগুনের উত্তাপে উষ্ণ হওয়ার চেষ্টা করছে উত্তর ভারত, কিন্তু শীত এতটাই বেশি যে তাতেও রেহাই মিলছে না। সোমবার শীতের দাপটে কৈপেছে উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য। শীত তো রয়েছেই এর সঙ্গে বায়ুদূষণ আরও নাজহাল করে তুলেছে দিল্লিবাসীকে। সোমবার সকালে দিল্লিতে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ছিল ৩০১, যা খারাপের পর্যায়েই পড়ে। হরিয়ানাই মধ্যপ্রদেশ এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৫৬ ও উত্তর প্রদেশের নয়ডায় ৩৫১।

শপিং সেন্টারে বর্ষবরণের আয়োজনে হুড়োহুড়ি, উগান্ডায় শিশু-সহ মৃত ৯

কাম্পালা, ২ জানুয়ারি : নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে উগান্ডার রাজধানী কাম্পালা শহরের কাছে একটি নামজাদা ফ্রি সিটি মলে হয়েছিল চৌম্বাধানো আতশবাব্জির আয়োজন। বহু মানুষ এই শপিং মলে হাজির হয়েছিলেন নববর্ষকে স্বাগত জানাতে। কিন্তু উৎসবের আমেজ পাশ্বে গেলো বিষাদের সুরে। নববর্ষকে স্বাগত জানাতে আতশবাব্জির আলোর রোশনাই শুরু হতেই, হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পদপিষ্ট হয়ে ৯ জন মারা গিয়েছেন, আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। মৃতদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ফ্রিডম সিটি শপিং মলে একটি সরু করিডোরে আটকে পড়েছিলেন বহু মানুষ। আর তাতেই হুড়েহুড়ি শুরু হয়ে যায়, পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েয়েছেন শিশু-সহ ৯ জন। জাতীয় পুলিশের মুখপাত্র লুক ওভেরসিগিয়ার জানিয়েছেন, কাম্পালার ফ্রিডম সিটি মলের বাইরে আতশবাব্জির প্রদর্শনী শুরু হওয়ার পর পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে, ঘটনাস্থলে ৫ জন মারা যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে ৪ জনের মৃত্যু হয়। মৃতদের কিশোর, বয়স ১০, ১১, ১৪ ও ২০ বছর।

হাওড়া-অমৃতসর মেল আজ পুনঃনির্ধারিত

<

